রোযা ও যাকাতের মাসায়েল

সম্পাদনা

মুফতী আবূ সাঈদ দা. বা.

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক,
দারুল ফিকরি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা
জামিয়া কুরআনিয়া ইমদাদুল উলূম ফুলছোঁয়া, চাঁদপুর
প্রধান মুফতী
জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ঢাকা

প্রকাশনায়

দারুত-তাসনীফ

জামিয়া কুরআনিয়া ইমদাদুল উলূম ফুলছোঁয়া
ফুলছোঁয়া, বাকিলা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী-২০২১ ঈ.

প্রকাশক
দারুত-তাসনীফ
জামিয়া কুরআনিয়া ইমদাদুল উলূম ফুলছোঁয়া
বাকিলা, চাঁদপুর

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
জাকির হুসাইন
বাংলাবাজার, ঢাকা

পরিমার্জনা
আল মারজান কম্পিউটার
দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ
০১৯১১-৮২৫৩১৬

দাম
একশত টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
ফুলছোঁয়া মাদরাসা, বাকিলা, চাঁদপুর
ফরিদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা
দারুল ফিকরি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা
নিবরাস লাইব্রেরী, দেওভোগ, নাঃগঞ্জ
নাদিয়াতুল কুরআন লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

উপক্রমণিকা

আল্লাহ তাআলাই সমস্ত প্রশংসার মালিক। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আল ও আসহাবের প্রতি অসংখ্য সালাত ও সালাম।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর ইবাদতের জন্য। ইবাদত হলো: চূড়ান্ত পর্যায়ের তাযীম ও মহব্বতের সাথে নিজের অসীম অক্ষমতা ও এনকেসারী প্রকাশ করা। এ ইবাদত ও ইবাদতের পদ্ধতি নির্ণয়ের জিম্মাদারি আল্লাহ তায়ালা মানুষের খেয়াল-খুশি ও যুক্তি-বুদ্ধির উপর ছেড়ে দেন নাই; বরং এর জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণ মানুষদের যথাসাধ্য আল্লাহর পথ দেখাতেন। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত করতেন এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও ইবাদতের পদ্ধতি শিখাতেন।

এ ধারাবাহিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি রাতে মানুষের হেদায়েত ও নাজাতের জন্য আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করতেন আর দিনে দাওয়াতের মেহনত করতেন। উম্মতের ইবাদত ও ইবাদতের পদ্ধতি শেখাতেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কে এর জিম্মাদার হবেন- সে মর্মে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করে গেছেন

"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"

"কুরআন-সুন্নাহর এই ইলম যুগে যুগে সংরক্ষণ ও বিতরণ করবে পূর্ববর্তীদের থেকে আহরণকারী পরবর্তী বিশ্বস্থগণ। যারা এ ইলম হতে সীমালঙ্ঘনকারীদের রদবদল, বাতিল পন্থিদের মিথ্যারোপ এবং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞদের গলদ ব্যাখ্যাকে দূরিভুত করবেন।"

এ ধরণের মনীষী গড়ে তোলার লক্ষ্যে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে ১৪১৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৫ ঈসায়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যতম ইসলামী বিদ্যাপীঠ জামিয়া কুরআনিয়া ইমদাদুল উলূম ফুলছোঁয়া। ইয়া আল্লাহ আপনি এটি কবুল করুন। মুহাজিরে মক্কী, গাংগুহী, নানুতভী, থানভী ও মাদানীর রূহানিয়তে কেয়ামত পর্যন্ত এটিকে ভরপুর রাখুন। কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে এটিকে মজবুত ও মুসতাহাকাম করুন এবং দুনিয়ার শেষদিন পর্যন্ত মুস্তাকীম রাখুন। আমীন।

নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি সর্বকালীন ও সর্বজনীন ধর্ম। যুগে যুগে জাগতিক উন্নয়ন ও সময়ের বিবর্তনে মানব জীবনে নতুন নতুন সমস্যাবলী সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এ সব নিত্যনতুন সমস্যাবলীর শরয়ী সমাধানের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ও পূর্বকালীন ফেকাহবিদগণ কর্তৃক সম্পাদিত নীতিমালাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দিক নির্দেশনা থাকলেও ক্ষেত্র বিশেষে তা অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সূক্ষদর্শী আলেমে হক্কানী ও রাব্বানীর কাজ।

এতদ উদ্দেশ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানে গবেষণাধর্মী উচ্চতর শিক্ষার জন্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে বিভিন্ন বিভাগ চালু করা হয়েছে- তন্মধ্যে ইফতা বিভাগ ও তাফসীর বিভাগ সাফল্যের ধাপগুলো অতিক্রম করতে শুরু করেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষালব্ধ বিষয়াদি মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানে কলম সৈনিকদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে 'দারুত তাসনীফ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এটি কবুল করুন। আমীন।

আলহামদুলিল্লাহ বক্ষমাণ পুস্তিকাটি এ দারুত তাসনীফের ফসল। যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামের মতামতকে সামনে রেখে শুধু মুফতাবিহি সিদ্ধান্তাবলীর উপর রচিত।

এ পুস্তিকাতে সন্নিবেশিত প্রতিটি মাসআলা অত্র প্রতিষ্ঠানের দারুল ইফতার মুশরিফ মুফতী সালীমুদ্দীন সাহেবের উপস্থাপনা, মুফতী শুয়াইব সাহেবের তানকীহ ও অধমের শ্রবণ-এ সমন্নিত প্রয়াসে স্থিরিকৃত। আল্লাহ পাক সকলের ইলমে বরকত দান করুন। আমীন।

এতদ সত্ত্বেও এটি ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। কোন সুহৃদ মুহাক্কিক পাঠকের দৃষ্টিতে কোন প্রকারের ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদের অবগতির শর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

আল্লাহ তাআলা এটিকে তাঁর সন্তুষ্টির মাধ্যম হিসাবে কবুল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন

দোয়ার ভিখারী
আবু সাঈদ
জামিয়া কুরআনিয়া ইমদাদুল উলূম ফুলছোঁয়া
২৮/০৫/১৪৪২হি.

সূচিপত্র

রমযান ৭
রোযা ৮
রোযার উপকারিতা ৮
রোযার ফযীলত ১০
রোযার আদাব ১২
রোযার মাসায়েল ১৫
চাঁদ দেখা ও রমযানের সূচনা ১৫
রোযা সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ ১৬
রোযার নিয়ত ১৬
নিয়ত কখন করবে ১৮
যেসব কারণে রোযা না রাখার অবকাশ আছে ১৮
রোযার ফিদিয়া ২২
রোযাদারের কিছু সুন্নত ও মুস্তাহাব আমল ২২
সাহরী ২২
যেসব কারণে রোযা ভাঙে না ২৪
রোযা ভাঙার কারণসমূহ ২৭
যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয় ২৮
যেসব কারণে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয় ৩১
রোযার কাফ্ফারা ৩২
যেসব কারণে রোযা মাকরুহ হয় ৩৩
রোযা অবস্থায় যেসব কাজ মাকরুহ নয় ৩৪

তারাবীহ ৩৫

শবে ক্বদর ৩৭
শবে ক্বদর রমযানের কোন রাতে? ৩৯
ক্বদরের রাতে লক্ষণীয় কিছু বিষয়: ৪১

এ'তেকাফ ৪২
এ'তেকাফের ফায়দা ৪৩
এ'তেকাফের ফযীলত ৪৩
এ'তেকাফের প্রকার ৪৪
এ'তেকাফ সহীহ হওয়ার শর্ত ৪৪
এ'তেকাফের রুকন ৪৪
সুন্নত এ'তেকাফ ৪৪
যেসব কারণে সুন্নতে মুআক্কাদা এ'তেকাফ ভেঙে যায় ৪৫
এ'তেকাফের কাযা ৪৬
যেসব কারণে এ'তেকাফ ভাঙেনা ৪৬
এ'তেকাফ অবস্থায় যেসব কাজ মাকরুহ ৪৭
এ'তেকাফ অবস্থায় করণীয় বিষয় ৪৮
মহিলাদের এ'তেকাফ ৪৮

সদকায়ে ফিত্‌র ৪৮
সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ ৪৯
যাদেরকে সদকায়ে ফিত্‌র দেয়া যাবে ৫০
সদকায়ে ফিত্‌র কখন আদায় করবে ৫১

যাকাত ৫২
যাকাতের গুরুত্ব ৫২
যাকাত দেয়ার উপকারিতা ৫২
যাকাত না দেয়ার ভয়াবহতা ৫৩
যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী ৫৪
যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ৫৫
যাকাত আদায় সহীহ হওয়ার শর্ত ৫৫
নেসাবের পরিমাণ ৫৭
যেসব বস্তুর উপর যাকাত আসে ৫৯
যেসব বস্তুর উপর যাকাত আসে না ৬০
যাকাত কখন আদায় করবে ৬৩
যাকাতবর্ষ কিভাবে গণনা করবে ৬৪
যাকাত কিভাবে হিসাব করবে ৬৬
যাকাতের হিসাব থেকে যে ঋণ বাদ দেয়া যাবে ৬৬
পাওনা টাকার যাকাত ৬৭
যাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে ৬৯
যাদেরকে যাকাত দেয়া উত্তম ৭১
যাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না ৭২

ঈদ
ঈদের দিনের মুস্তাহাব কিছু আমল ৭৬
ঈদের নামায ৭৭

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

রমযান

আরবী বার মাসের মধ্যে সবচে' ফযীলতপূর্ণ ও বরকতময় মাস রমযান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের দু'মাস পূর্ব থেকেই রমযানের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করতেন। আল্লাহ তা'আলা পুরো রমযান মাসকে তাঁর রহমত ও বরকত দ্বারা বেষ্টন করে রাখেন। রমযানের চাঁদ উদিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর রহমত ও বরকতের বারি বর্ষণ শুরু হয়। জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। অবাধ্য জিন এবং শয়তানকে বন্দি করা হয়। রমযানের প্রতি রাতে অসংখ্য গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

" إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ "

অর্থ: রমযানের প্রথম রাতে শয়তান ও অবাধ্য জিনদেরকে বন্দি করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। অতপর (রোযা শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) জাহান্নামের একটি দরজাও খোলা হয় না। জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয় (রোযা শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) জান্নাতের একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন, 'হে কল্যাণপ্রত্যাশী অগ্রসর হও, হে অন্যায়কারী ক্ষান্ত হও।' আর প্রতি রাতে অসংখ্য পাপাচারীকে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়। – জামে তিরমিযি, হাদীস নং ৬২০

একদিকে অবিরাম ধারায় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে, নেক আমলের ছওয়াব কয়েকগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। অপরদিকে শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়। মোটকথা ইবাদত বন্দেগীর এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া হয়। যাতে করে বান্দা আগামী দিনগুলোর জন্য ঈমান ও তাকওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারে। রমযান মুমিন বান্দাদের জন্য ঈমানীশক্তি

অর্জন করার ভরা মৌসুম। যারা এ মৌসুমকে কাজে লাগিয়ে ঈমানীশক্তি অর্জন করে নেয় তাঁরা সফলকাম। আর যারা গাফলতি করে অবহেলায় তা নষ্ট করে দেয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

রমযান মাসকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ তিনটি ইবাদত দ্বারা মহিমান্বিত করেছেন।

১. মাসব্যাপী ফরয রোযা
২. তারাবীর নামায
৩. শেষ দশকে সুন্নত এ'তেকাফ

রোযা

রমযান মাসের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে রোযা রাখা। রোযা ফারসী শব্দ, এর আরবী হলো সওম। সওম একটি দৈহিক ইবাদত এবং ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি।

'সওম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'বিরত থাকা'। যে কোন কিছু থেকে বিরত থাকাকে আভিধানিক অর্থে সওম বলা হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে, ﴿ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾

অর্থ: "আমি দয়াময় আল্লাহ তা'আলার জন্য সওম এর মান্নত করেছি; সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলব না"। আয়াতে কারীমায় কথা বলা থেকে বিরত থাকাকে সওম বলা হয়েছে। (সূরা মারইয়াম, আয়াত নং ২৬)

শরীয়তের পরিভাষায় সওম হলো, নিয়ত সহকারে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

রোযার উপকারিতা

১. রোযা রাখার দ্বারা বান্দার মধ্যে শুকরিয়া আদায়ের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। রোযা রাখার কারণে দীর্ঘ একটি সময় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকতে হয়। ফলে এসব যে আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত তা সহজে বুঝে আসে। কারণ, মানুষ যখন নেয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকে তখন নেয়ামতের কদর বুঝে আসেনা, যখন তা হাতছাড়া হয়ে যায় তখন কদর বুঝে আসে। আর নেয়ামতের কদর যখন বুঝে আসে তখন বান্দার মধ্যে

শুকরিয়া আদায়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং বান্দা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে। এভাবে একমাস শুকরিয়া আদায়ের দ্বারা বান্দার মাঝে শুকরিয়া আদায়ের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। হতে হতে এক সময় সে আল্লাহ তায়ালার শুকরগুযার বান্দায় পরিণত হয়।

২. রোযা তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ তা'আালার সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে বান্দা যখন হালাল বিষয় ছেড়ে দেয়ার চর্চা করতে থাকে তখন হারাম থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। পানাহার ও স্ত্রী সহবাস মৌলিকভাবে বান্দার জন্য হালাল ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে রমযানের দিনে বান্দা এসব থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর ভয়ে হালাল বস্তু ত্যাগ করার এই দীর্ঘ সাধনা দ্বারা তার মধ্যে এক ধরনের আত্মিক শক্তি সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা সে সহজেই হারাম ও অন্যান্য গুনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আর আল্লাহর ভয়ে গুনাহর কাজ থেকে বেচেঁ থাকার নামই তাকওয়া। আল্লাহ **তা'য়ালা** ইরশাদ করেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। **(সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৮৩)**

৩. রোযা রাখার দ্বারা নফসে আম্মারা শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত থাকে। নফসে আম্মারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সর্বদা গুনাহ করার প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। রোযা নফসের এই কু-চাহিদাকে চূর্ণ করে। এ কারণে বলা হয়, নফস যখন ক্ষুধার্ত থাকে তখন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিতৃপ্ত থাকে। আর নফস যখন তৃপ্ত থাকে তখন অন্য অঙ্গসমূহ ক্ষুধার্ত থাকে। অর্থাৎ রোযা রাখার দ্বারা নফস যখন ক্ষুধার্ত ও দুর্লব হয়ে যায় তখন অনর্থক কথা-বার্তা বলতে, অনর্থক কাজ-কর্ম করতে ভাল লাগে না। এমনিভাবে নফস দুর্বল হলে যৌনচাহিদাও দুর্বল হয়ে যায়। ফলে লজ্জাস্থান দ্বারা সাধারণত গুনাহ সংঘঠিত হয় না। অপরদিকে নফস যখন তৃপ্ত থাকে তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর মাঝে বিভিন্ন ধরণের গুনাহর চাহিদা সৃষ্টি হয়। তখন গীবত করতে ও শুনতে ভাল লাগে, গান-বাজনা শুনতে ও খেলতামাশা দেখতে ভাল লাগে। মোটকথা নফস তৃপ্ত থাকলে বিভিন্ন ধরণের খারাপ চাহিদা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। রোযা রাখার দ্বারা এ সবই নিয়ন্ত্রিত থাকে।

৪. রোযা রাখার দ্বারা অন্তর পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ হয়। কেননা, অযথা ও অনর্থক কাজকর্ম করার কারণে অন্তর পঙ্কিল ও নোংরা হয়। আর রোযা রাখার কারণে যেহেতু মানুষ অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকে তাই অন্তর নোংরা হয়না; বরং রোযা রাখার পাশাপাশি অন্যান্য নেক আমল করার দ্বারা ধীরে ধীরে তা পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ হতে থাকে। আর স্বচ্ছ অন্তর দ্বারাই কল্যাণ ও উঁচু মর্যাদা লাভ করা যায়।

৫. রোযা রাখার দ্বারা গরীব মিসকিনদের প্রতি দয়া ও করুণা সৃষ্টি হয়। কেননা, রোযাদার যখন কিছু সময় ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করে তখন সে অসহায় ও দরিদ্র লোকদের না খেয়ে থাকার কষ্ট অনুভব করে। ফলে তাদের প্রতি অন্তরে করুণা সৃষ্টি হয় এবং দান-সদকার মাধ্যমে সে গরীব-দুঃখীদের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করে। আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিদানের আশা করতে পারে।

৬. রমযান সহানুভূতির মাস। রোযা রাখার মাধ্যমে গরীব-দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা যায়। বর্ণিত আছে, প্রখ্যাত বুযুর্গ বিশ্‌র আল হাফী রহ. এর নিকট শীতের মৌসুমে এক লোক এলেন। তিনি দেখলেন–বিশ্‌র আল হাফী রহ. খালি গায়ে বসে আছেন। লোকটি বিশ্‌র আল হাফী রহ. কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই প্রচন্ড শীতে কাপড় খুলে রেখেছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'এমন অনেক মানুষ আছে প্রচন্ড এই শীতেও যাদের শীত নিবারণের কোন ব্যবস্থা নেই। শীতের কাপড় দান করে তাদের সকলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা আমার সাধ্যের বাইরে। তাই আমি কিছুক্ষণ কাপড় না পড়ে তাদের মত হয়ে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছি।'

রোযার ফযীলত

হাদীস শরীফে রোযার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার কিছু উল্লেখ করা হলো,

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. رواه مسلم.

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বনী আদমের সমস্ত আমল তার জন্য। তবে রোযা; তা কেবল আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো।' ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তায়ালার নিকট মিশ্‌কের চাইতেও বেশী পছন্দনীয়।-ছহীহ মুসলিম ১/৩৬৩

* عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদত করবে তাঁর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রোযা রাখবে তাঁর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। -ছহীহ বোখারী, হাদীস নং ১৮৬৩

* قال النبي ﷺ: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم .

অর্থ: রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় জান্নাতের একটি দরজা আছে যার নাম রাইয়ান। কেয়ামতের দিন রোযাদাররা সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া অন্য কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। -ছহীহ বোখারী, হাদীস নং ১৮৫৮

* عن أبي هريرة ﷺ يقول قال رسول الله ﷺ إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين.

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন রমযান মাস আসে, আসমানের

দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়। -ছহীহ বোখারী, হাদীস নং ১৮৬০

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الصيام جنة. رواه مسلم.

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রোযা ঢাল স্বরুপ। (ছহীহ মুসলিম ১/৩৬৩) অর্থাৎ ঢাল যেমন মানুষকে তীর, তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করে রোযাও রোযাদারকে দুনিয়াতে পাপকর্ম থেকে এবং পরকালে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু রোযা তখনই ঢাল হবে যখন রোযার আদবসমূহ রক্ষা করে রোযা রাখা হবে।

রোযার আদব

* রোযার প্রকৃত ফযীলত তখনই লাভ করা সম্ভব হবে যখন রোযার আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে রোযা রাখা হবে। অন্যথায় বান্দার উপর রোযা রাখার যে দায়বদ্ধতা ছিলো তা থেকে তো মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু এই রোযা তাকে রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। এবং তা ঐ রোযাও হবে না যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,– 'রোযা কেবল আমার জন্য আর আমি নিজে এর প্রতিদান দিবো।' যে ব্যক্তি রোযা রেখে গীবত করলো, গালাগালি করলো এই রোযা তার জন্য ঢাল হবে না। তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে না।

এক হাদীসে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الصّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَم يَخْرِقْها

অর্থ: রোযা হলো ঢাল যতক্ষণ না তা বিদীর্ণ করা হবে। -সুনানে নাসায়ী ১/৩১২

এক বর্ণনায় এসেছে, কোন সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোযা কিভাবে বিদীর্ণ করা হয়? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মিথ্যা এবং গীবত দ্বারা।' কোন কোন উলামায়ে কেরামের মতে মিথ্যা ও গীবত দ্বারা রোযা ভেঙে যায়। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে রোযা ভাঙে না। কিন্তু এর দ্বারা যে রোযার বরকত নষ্ট হয়ে যায় এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীস সামনে রেখে মাশায়েখে কেরাম রোযার ছয়টি আদব লিখেছেন। রোযাদারের জন্য এই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

১. দৃষ্টির হেফাযত করা। এমনকি স্ত্রীর দিকেও রোযাবস্থায় কামভাব নিয়ে না তাকানো। সুতরাং কোন বেগানা নারীর দিকে তাকানোর তো প্রশ্নই আসে না। এমনিভাবে টিভি, সিনেমা, ভি.সি.আর, খেলাধুলা ও অন্যান্য হারাম বিষয় দেখা থেকে বিরত থাকা।

২. যবানের হেফাযত করা। মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি থেকে যবান হেফাযত করা। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الصّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرفَث وَلَايَجهَل فَإن أمرُؤٌ قَاتَلَه أَو شَاتَمَه فَلْيَقُل إِنّي صَائِمٌ.

অর্থ: রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযাদার যেন অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে এবং মূর্খসুলভ আচরণ (যেমন ঝগড়া-বিবাদ, হট্টগোল ইত্যাদি) না করে। কোন ব্যক্তি যদি তার সাথে ঝগড়া করে অথবা গালি দেয় সে যেন বলে, 'আমি তো রোযাদার।' সহীহ বুখারী, ১/২৫৪ অর্থাৎ নিজ থেকে তো কারো সাথে ঝগড়া করবেই না। কেউ যদি গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসে বা গালিগালাজ করে তাহলে বলে দিবে–আমি রোযাদার। আর রোযা অবস্থায় বিশেষ করে মিথ্যা ও গীবত থেকে যবান হেফাযত করা। কারণ সমস্ত উলামায়ে কেরামের মতে এর দ্বারা রোযার বরকত নষ্ট হয়ে যায়। শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ: বলেন, গীবত করলে রোযা রাখার কষ্ট বেশী অনুভব হয়। অন্যান্য গুনাহের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। অভিজ্ঞতা দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খোদাভীরু মুত্তাকী লোকদের রোযার কোন কষ্ট অনুভব হয় না। পক্ষান্তরে ফাসেক লোকদের অবস্থা প্রায়ই খারাপ হতে দেখা যায়।

৩. কানের হেফাযত করা। গান-বাজনা, গীবত-শেকায়েত ও বেগানা মহিলাদের কথাবার্তা শ্রবণ করা থেকে কান হেফাযত করা। কারণ, প্রত্যেক এমন কথা যা মুখে বলা নাজায়েয তা শ্রবণ করাও নাজায়েয। গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারী উভয়েই গুনাহের মধ্যে অংশীদার হয়। তাই যাবতীয় গোনাহের বিষয় শ্রবণ করা থেকে কান হেফাযত করা।

৪. শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হেফাযত করা। যেমন, হাত দ্বারা কোন নাজায়েয কাজ করা, যেমন- অন্যায়ভাবে কাউকে প্রহার করা, চুরি করা,

সুদ-ঘুষের টাকা গ্রহণ করা কিংবা প্রদান করা ইত্যাদি - থেকে বিরত থাকা। পা কে পাপের মজলিসে যাওয়া থেকে বিরত রাখা। তদ্রূপ ইফতার বা সাহরীতে পেটকে সন্দেহযুক্ত খাবার থেকে হেফাযত করা। সুতরাং হারাম মাল দ্বারা সাহরী ও ইফতার করার তো প্রশ্নই আসে না।

৫. ইফতারের সময় হালাল মাল থেকেও এত বেশী না খাওয়া যার দ্বারা পেট পুরোপুরি ভরে যায়। কেননা, এতে রোযার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। রোযার উদ্দেশ্য হলো, নফসকে ক্ষুধার্ত রাখার মাধ্যমে কামপ্রবৃত্তি ও পশুপ্রবৃত্তি দমন করা এবং ফেরেশতাসুলভ গুণাবলি শক্তিশালী করা। সারাদিন অনাহারে থাকার পর ইফতারের সময় যখন পছন্দের সুস্বাদু খাবারগুলো তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খাওয়া হয় তখন কামপ্রবৃত্তি দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে আরও সবল ও উত্তেজিত হয়। ফলে রোযার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। রোযার মধ্যে শরীয়ত যে সমস্ত উপকারিতা রেখেছে তা তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কিছুটা ক্ষুধার্ত থাকা হবে।

৬. রোযা রাখার পর এই ভয়ে ভীত থাকা যে, না জানি আমার রোযা কবুল হচ্ছে না? তাই রোযাদারের উচিত নিয়ত খালেস করার পাশাপাশি রোযা কবুল হচ্ছে কি না–এই ভয় করতে থাকা এবং দো'আ করতে থাকা।

যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় পাপাচার থেকে বিরত থাকে না, তার চিন্তা করা উচিত রোযার মধ্যে যেখানে বৈধ বস্তু ছেড়ে দেয়ার আদেশ করা হচ্ছে সেখানে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া কতটা দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা! এর পরিণাম কত ভয়াবহ! এক হাদীসে এসেছে–

مَن لَم يَدَع قَولَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِه فَلَيسَ لِلّهِ حاَجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَه وَشَرَابَه. (البخاري)

অর্থ: যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা ও অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করে না তার পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই। -সহীহ বুখারী১/২৫৫

অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'অনেক রোযাদার এমন আছে যাদের উপবাসের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই হাছিল হয় না।' (ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা ১২১) আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

রোযার মাসায়েল

ইসলামী শরীয়তে রোযা মৌলিকভাবে তিন প্রকার: ফরয, ওয়াজিব ও নফল।

রমযান মাসের রোযা ফরয। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার কিছু শর্ত আছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো,

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

১. মুসলমান হওয়া। কোন কাফেরের উপর রোযা ফরয নয়।
২. সুস্থমস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া। পাগলের উপর রোযা ফরয নয়।
৩. বালেগ হওয়া। নাবালেগের উপর রোযা ফরয নয়। তবে রাখলে আদায় হয়ে যাবে এবং রোযার সওয়াব পাবে।

চাঁদ দেখা ও রমযানের সূচনা

* আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে রমযানের চাঁদ দেখা গেলে রোযা শুরু করবে। আকাশ মেঘলা থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করে রোযা শুরু করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

صُومُوا لِرُؤيَتِه وَأَفطِرُوا لِرُؤيَتِه فَإِن غُمَّ عَلَيكُم فَأَكمِلُوا عِدَّةَ شَعبَانَ ثَلاثِينَ يوما

অর্থাৎ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা ভাঙো। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শাবান মাস ত্রিশ দিন পুরা করো অতপর রোযা রাখো।- বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১৮৭৩

* আকাশ পরিষ্কার থাকলে রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬০, কিতাবুল আসল২/২১২; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪১০

* আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে; শর্ত হলো সাক্ষ্যদাতা মুসলমান, সুস্থমস্তিষ্কের

অধিকারী ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৯; কিতাবুল আসল ২/২১২; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৩

* চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি যে চাঁদ দেখেছে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তদ্রূপ সরাসরি চাঁদ দেখে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে তাঁর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে অন্য কেউ সাক্ষ্য দিলে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে। **- কিতাবুল আসল ২/২১৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৯**

* শাওয়ালের চাঁদ (ঈদের চাঁদ) দেখার ক্ষেত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কমপক্ষে দু'জন ন্যায়বান পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য লাগবে এবং তারা যে চাঁদ দেখেছে এ ব্যাপারে 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' শব্দ উল্লেখ করে সাক্ষ্য দিতে হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪০৭; **কিতাবুল আসল ২/২০১**

রোযা সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ

১. মুসলমান হওয়া।
২. নিয়ত করা। নিয়ত ছাড়া শুধু উপবাসের দ্বারা রোযা সহীহ হবে না।
৩. মহিলাগণ হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া। হায়েয-নেফাস অবস্থায় রোযা রাখলে রোযা হবেনা।

রোযার নিয়ত

* রোযা সহীহ হওয়ার জন্য নিয়ত করা জরুরী। রোযার নিয়ত হলো, রোযা রাখার জন্য মনে মনে ইচ্ছা বা সংকল্প করা। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৩৮৪

* নিয়ত সহীহ হওয়ার জন্য মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়; বরং মনে মনে নিয়ত করলেও চলবে। যেমন, কেউ মনে মনে বললো, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখলাম', এতে তার নিয়ত হয়ে যাবে। তবে কারো যদি মুখে না বললে ইতমিনান না হয় তাহলে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৯৩

* রোযার উদ্দেশ্যে সাহরী খাওয়া রোযার নিয়তের অন্তর্ভুক্ত।-রদ্দুল মুহতার ৩/৩৯৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭

* কোন ব্যক্তি যদি মুখে রোযার নিয়ত না করে অথবা মনে মনেও নিয়ত না করে এবং সাহরীও না খায়, কিন্তু তার মনে মনে আছে যে, 'সে রোযাদার' তাহলেও তার রোযা হয়ে যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৯৩,৩৯৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭

* আরবীতে নিয়ত করা ফরয ওয়াজিব সুন্নত কিছুই না। তাই অর্থ না বুঝলে আরবীতে নিয়ত করার দরকার নেই।

* রমযানের রোযা সহীহ হওয়ার জন্য রোযাটি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত এভাবে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা জরুরী নয়। বরং রমযান মাসে অন্য কোন ওয়াজিব বা নফল রোযার নিয়ত করলেও রমযানের রোযাই আদায় হবে। তবে মুসাফির যদি অন্য কোন ওয়াজিব রোযা আদায়ের নিয়ত করে তাহলে সে ওয়াজিবই আদায় হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৮; রদ্দুল মুহতার ৩/৩৯৪ ; কাযীখান ১/১২৫

* রমযানে রোযা রাখার নিয়ত করা ব্যতীত সারাদিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকলে রোযা হবে না। সে রোযাটি কাযা করে নিতে হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৬৪

* মুসাফির রমযান মাসে নফল রোযার নিয়ত করলে রমযানের ফরয রোযাই আদায় হবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৩

* রমযানের রোযার সাথে অন্য কোন ওয়াজিব বা নফল রোযার নিয়ত করা সহীহ নয়। ভিন্ন কোন রোযার নিয়ত করলেও শুধু রমযানের রোযাই আদায় হবে। যেমন কেউ রমযানের রোযার সাথে কাযা রোযার নিয়তও করলো। এক্ষেত্রে শুধু রমযানের রোযাই আদায় হবে। তবে নফল রোযার সাথে যদি অন্য সুন্নত রোযার নিয়ত করে তাহলে উভয়টি আদায় হবে। যেমন কেউ 'আইয়ামে বীয' (চন্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ, পনের তারিখকে আইয়ামে বীয বলে। প্রতি চন্দ্র মাসে এই তিনদিন রোযা রাখা সুন্নত) এর সাথে যদি শাওয়ালের রোযার নিয়ত করে তাহলে সুন্নত রোযার সওয়াবও পাবে এবং শাওয়ালের রোযার ফযীলতও লাভ হবে।

নিয়ত কখন করবে

* সুবহে সাদিকের সময় রোযার নিয়ত করবে অথবা রাতে নিয়ত করবে। তবে 'যাহওয়াতুল কুবরা' (অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের ঠিক মধ্যবর্তী সময়) এর পূর্বে যে কোন সময় নিয়ত করলেও ঐ দিনের রোযা হয়ে যাবে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে কেউ নিয়ত না করলে রোযা হবেনা। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৮; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৩৯৩ ; বাদায়েউস সানায়ে ২/২২৯

* রাতে নিয়ত করার পর সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস করার দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

* রাতে নিয়ত করার পর কোন ব্যক্তি যদি পাগল বা বেহুঁশ হয়ে যায় এবং সেদিন রোযা ভঙের কোন কারণ পাওয়া না যায় তাহলে সে দিনের রোযা আদায় হয়ে যাবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৫; কিতাবুল আসল ১/১৫১

* প্রত্যেক রোযা ভিন্ন ইবাদত। তাই প্রত্যেক রোযার জন্য আলাদাভাবে নিয়ত করতে হবে। এক সাথে পুরো মাসের নিয়ত করলে শুধু প্রথম দিনের রোযা সহীহ হবে। আদ্দুররুল মুখতার ৩/৩৯৭; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৫; বাদায়েউস সানায়ে ২/২২৮

যেসব কারণে রোযা না রাখার অবকাশ আছে

* প্রত্যেক মুসলমান আকেল বালেগ নর-নারীর উপর রমযানের রোযা রাখা ফরয। তবে মুসাফিরের জন্য সফরাবস্থায় রোযা না রেখে পরবর্তীতে রোযার কাযা করে নেয়ার সুযোগ আছে। তবে বেশী কষ্ট না হলে সফরে রোযা রাখাই উত্তম। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া১/২৬৯, আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৬২; আলমুহিতুল বুরহানী

* মুসাফির দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ব্যক্তি যে ইংরেজী ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৫ কিলোমিটার (প্রায়) দূরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে নিজ এলাকার বসতি অতিক্রম করেছে। - রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৩; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৫৯

* মুসাফির কোন একস্থানে লাগাতার পনের দিনের কম থাকার নিয়ত করলে সে সময়কালে উক্তস্থানে তার জন্য রোযা না রাখার অবকাশ আছে। এখানে এ কথা মনে রাখা চাই যে, মুসাফির কোন স্থানে লাগাতার

পনেরদিন থাকার নিয়ত করলে সফরের হুকুম বাতিল হয়ে যায়। আর তখন রোখা না রাখার অবকাশ বাকি থাকে না। উল্লেখ্য, মুসাফির রোযা রেখে ফেললে তা পূর্ণ করতে হবে। রোযা রাখার পর ভেঙে ফেলা জায়েয নেই। -রদ্দুল মুহতার ৩/৪৬২; বাদায়েউস সানায়ে ২/২৫৭

* মুকিম অবস্থায় রোযা শুরু করার পর সেদিন সফর শুরু করলে সফরের অজুহাতে সেদিনের রোযা ভাঙা জায়েয নেই। ভেঙে ফেললে গুনাহ হবে। তবে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর সফরে বের হওয়ার পূর্বে মুকিম অবস্থায় রোযা ভেঙে ফেললে রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৫৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া১/২৬৯, কিতাবুল আসল ২/১৫১

* সফরে রোযা ভাঙার নিয়ত করেছে, কিন্তু ভাঙেনি। সফর থেকে ফিরার পর তা ভাঙতে পারবে না। বিনা উযরে ভাঙলে গোনাহ হবে। তারপরও ভেঙে ফেললে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা লাগবে না। -কিতাবুল আসল ২/১৬৭

* অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও রোযা না রেখে পরবর্তীতে রোযা কাযা করে নেয়া জায়েয আছে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া১/২৬৯; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৬৩

* অসুস্থ দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ব্যক্তি যে অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে পারেনা অথবা রোযা রাখলে রোগ অনেক বেড়ে যাবে কিংবা রোগ ভাল হতে বিলম্ব হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে– এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা এবং রোযা রাখার পর ভেঙে ফেলা উভয়টি জায়েয আছে। তবে সুস্থ হলে কাযা করে নিতে হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৬৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া১/২৬৯; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৫৮-৫৯

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

অর্থ: তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে তা আদায় করে নিবে। -সূরা বাকারা: আয়াত নং ১৮৪

* গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলার জন্য নিজের বা সন্তানের জীবননাশ কিংবা বেশী অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে রোযা না রাখা জায়েয আছে।

তবে পরে অবশ্যই কাযা করে নিতে হবে। হাদীস শরীফে আছে,

إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মুসাফির থেকে (সাময়িকভাবে) রোযা ও অর্ধেক নামায উঠিয়ে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলা থেকে (সাময়িকভাবে) রোযা উঠিয়ে দিয়েছেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস নং,৭১৫; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৬৩; কিতাবুল আসল ২/১৭২

* রোযা রাখার পর যদি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত কিংবা ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে (অর্থাৎ অবস্থা এমন হয় যে পানাহার না করার কারণে অসহনীয় কষ্ট হচ্ছে) তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয। পরে শুধু কাযা করে নিলেই হবে। - আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৬২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭০

* কোন ব্যক্তি যদি নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য এমন কাজ করতে বাধ্য হয় যার কারণে সে রোযা রাখতে পারেনা; তার জন্য করণীয় হলো সে অর্ধেক দিন কাজ করবে, রোযা ভাঙ্গবে না। তবে যদি সারাদিন কাজ করা ছাড়া তার সংসার না চলে তাহলে দিনের শুরু ভাগে সে রোযা ভাঙতে পারবে না; বরং কাজ করতে করতে যদি অসহ্য হয়ে পড়ে তাহলে রোযা ভাঙতে পারবে। রোযা রাখতে পারবে না–এ ধারণা করে দিনের শুরুতে রোযা ভেঙে ফেললে রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭০

* হায়েয-নেফাস অবস্থায় রোযা রাখা যায়না। এই দিনগুলোর রোযা পরে কাযা করে নিতে হবে। রোযা কাযা করতে সক্ষম হলে ফিদিয়া দেয়া সহীহ হবে না। - ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭০; হেদায়া ১/৩৭৫

* কাউকে পানাহার করতে বাধ্য করা হলে তার জন্য রোযা ভেঙে ফেলা জায়েয, পরে শুধু কাযা করে নিলেই হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৬২

* মুসাফির সফর থেকে ফিরার পর, রুগ্ন ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর এবং মহিলাগণ হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর দিনের অবশিষ্ট অংশে রোযার সম্মানার্থে পানাহার থেকে বিরত থাকবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৬৪; কিতাবুল আসল ২/১৪৭; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩৬

* মুসাফির সফর থেকে ফিরে আসার পূর্বে এবং অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পূর্বে যদি মারা যায় তাহলে সফর অবস্থায় ও অসুস্থাবস্থায় যে কয়টি রোযা

ভেঙেছে তা কাযা করতে হবে না। এগুলোর ব্যাপারে ফিদিয়া আদায়ের ওসিয়ত করাও জরুরী নয়। তবে সফর থেকে ফিরে আসার পর কিংবা সুস্থ হওয়ার পর যদি রোযা কাযা করার মত সময় পায় তাহলে যে কয়টি রোযা কাযা করার সময় পেয়েছে তা কাযা করা ওয়াজিব। কাযা না করে থাকলে ফিদিয়া আদায় করার ওসিয়ত করা ওয়াজিব। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭০; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৬০;

* মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ও ঋণপরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে ফিদিয়ার ওসিয়ত পূর্ণ করা হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭০; ফাতাওয়া কাযীখান ১/২২৮

* কোন ব্যক্তির উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু তিনি ফিদিয়া আদায় করার পূর্বেই মারা গেছেন, ফিদিয়া আদায়ের ওসিয়ত করেননি। এমতাবস্থায় তার পরিবারের লোকেরা চাইলে নিজেদের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির ফিদিয়া আদায় করতে পারবেন। আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন। আর আদায়কারীগণ এর ছওয়াব পাবেন। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭০; আদ্দুররুল মুখতার; ৩/৪৬৮

* কারো জিম্মায় নামায বা রোযার কাযা থাকা অবস্থায় মারা গেলে অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে নামায বা রোযা রাখলে তা সহীহ হবে না। তবে কেউ ফিদিয়া দিতে চাইলে দিতে পারবেন। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭০; কিতাবুল আসল ২/১৬৫ আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৬৯

* অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি রোযা রাখতে অক্ষম তাঁর জন্য রোযা না রাখা জায়েয আছে। রোযার পরিবর্তে তিনি ফিদিয়া দিবেন। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৬১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭০

* অসুস্থ ও বৃদ্ধ ব্যক্তির যদি ভবিষ্যতে সুস্থ হয়ে রোযা কাযা করতে পারার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে প্রতি রোযার পরিবর্তে একটি ফিদিয়া প্রদান করবেন। তবে পরবর্তীতে কখনও রোযা রাখতে সক্ষম হলে রোযা রাখতে হবে। আর পূর্বের ফিদিয়া নফল সদকা হিসেবে গণ্য হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৭৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭০; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৬১

* কোন ব্যক্তির উপর রোযার কাযা ফরয হওয়ার পর তা রাখার পূর্বেই যদি উক্ত ব্যক্তি বৃদ্ধ কিংবা এতটা দুর্বল হয়ে যায় যে, ভবিষ্যতে সুস্থ হয়ে রোযা রাখার আশা ক্ষীণ, তিনি যদি কষ্ট করে রোযা রেখে ফেলেন তাহলে

আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় তার জন্য রোযার ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব । -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৭

* অসুস্থতা কিংবা সফরের কারণে রমযানের কোন রোযা ভাঙলে পরবর্তীতে তা কাযা করতে হবে। এক্ষেত্রে রোযা রাখতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য ফিদিয়া দেওয়া সহীহ নয়। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৭

রোযার ফিদিয়া

* রোযার ফিদিয়া হলো, প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ানো অথবা এর মূল্য প্রদান করা। কমপক্ষে অর্ধ সা' অর্থাৎ ১৬৩৬ গ্রাম গম, আটা, ময়দা কিংবা তার মূল্য প্রদান করতে হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৬৫; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৭

* রোযার ফিদিয়া হিসাবে খানা খাওয়ালে এবাহাত (অর্থাৎ মালিক বানানো ব্যতীত খাবারের অনুমতি দেয়া) যথেষ্ট, তামলীক (অর্থাৎ খাবারের মালিক বানিয়ে দেয়া) জরুরী নয়। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৭৩

* ফিদিয়া আদায়ের নিয়ম হলো, প্রতি রোযার ফিদিয়া প্রতিদিন আদায় করে দেয়া। অবশ্য পুরো রমযানের ফিদিয়া একসাথে রমযানের শুরুতে কিংবা শেষে আদায় করে দেয়াও জায়েয । -রদ্দুল মুহতার৩/৪৭৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭০

* এক রোযার ফিদিয়া একাধিক ফকীরকে দেয়া জায়েয। তদ্রূপ একাধিক রোযার ফিদিয়া এক ফকীরকে দেয়াও জায়েয। -রদ্দুল মুহতার৩/৪৭৩

রোযাদারদের কিছু সুন্নত ও মুস্তাহাব আমল

সাহরী

* সাহরী খাওয়া সুন্নত। এক ঢোক পানি পান করলেও এই সুন্নত আদায় হয়ে যায় । -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৩৪৭৫; বাদায়েউস সানায়ে ২/২৬৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

تسحروا فإن في السحور بركة

অর্থ: তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত আছে। -সহীহ মুসলিম, ১০৯১

অপর এক হাদীসে আছে,

إِنَّ فَصلًّابَينَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهل الكِتَابِ أكلَة السَحُورِ

অর্থ: আমাদের ও আহলে কিতাবের রোযার মাঝে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া। - সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১০৯৬

অর্থাৎ মুসলমানগণ সাহরী খায় আর আহলে কিতাবরা সাহরী খায়না।

* রাতের শেষভাগে অর্থাৎ ষষ্ঠ প্রহরে সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব।

عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة، قال كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر خمسين آية.

অর্থ: হযরত আনাস রা. হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রা. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত যায়েদ রা. বলেন, আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাহরী খেয়েছি অতপর নামাযে দাঁড়িয়েছি। হযরত আনাস রা. বললেন, সাহরী খাওয়া ও নামাযে দাড়ানোর মাঝে কী পরিমাণ সময় ছিলো? বললেন, পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করা যায় পরিমাণ সময়। -জামে তিরমিযি, হাদীস নং ৭০৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬২; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৮

ইফতার

* সময় হওয়ার পর তাড়াতাড়ি ইফতার করে নেয়া মুস্তাহাব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَزَالُ النَاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطر. مسلم.

অর্থ: যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। -সহীহ মুসলিম ১/৩৫১; ফাতাওয়া খানিয়া ১/১২৮; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৫৯

* খেজুর দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব। খেজুরের ব্যবস্থা না হলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। -জামে তিরমিযী,হাদীস নং ৬৯৪

যেসব কারণে রোযা ভাঙে না

* রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার কিংবা সহবাস করলে রোযা ভাঙবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما اطعمه الله وسقاه

অর্থ: রোযা অবস্থায় ভুলে গিয়ে যে পানাহার করলো সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে নেয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাকে আহার করিয়েছেন এবং পান করিয়েছেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং. ১১৫৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৪; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪১৯; কিতাবুল আসল ২/১৫০

* রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙবে না। -কিতাবুল আসল ২/১৪৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬২; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২১

* অনিচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি হলে রোযা ভাঙবে না । -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬; কিতাবুল আসল ২/১৪৬

* স্পর্শ করা ব্যতীত কামভাব নিয়ে তাকানোর দ্বারা বীর্যপাত হলে রোযা ভাঙে না । তদ্রূপ বাজে চিন্তা করার দ্বারা বীর্যপাত হলে রোযা ভাঙবে না । -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৭; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২১; কিতাবুল আসল২/১৫২, ১৬৮

* অনিচ্ছাকৃত গলায় মশা-মাছি বা কোন পোকামাকড় ঢুকে গেলে রোযা ভাঙবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬; কিতাবুল আসল ২/১৬৯; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩০

* মাথায় বা শরীরে তেল লাগালে রোযা ভাঙে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২১ হেদায়া ১/৩৩৩

* চোখে সুরমা লাগালে রোযা ভাঙবে না । - আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২০ কিতাবুল আসল ২/১৭২,

* আতর বা অন্য কোন সুগন্ধির ঘ্রাণ নিলে রোযা ভাঙবে না । -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২২

* অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভিতর ধোঁয়া বা ধুলাবালি ঢুকে গেলে রোযা ভাঙবে না । -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬ কিতাবুল আসল ২/১৭২

* ওযু বা অন্যসময় কুলি করার পর মুখে যে আর্দ্রতা বাকি থাকে থুথুর সাথে তা গিলে ফেললে রোযা ভাঙবে না। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬

* দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্য যদি চনা বুটের চেয়ে ছোট হয় তা গিলে ফেললে রোযা ভাঙবে না। তবে ইচ্ছে করে এতটুকু গিলে ফেলাও মাকরুহ। -কিতাবুল আসল ২/১৬৯; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৫

* থুথুর সাথে সামান্য পরিমাণ রক্ত গলার ভিতর চলে গেলে রোযা ভাঙবে না। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬

* পানাহার কিংবা সহবাসরত অবস্থায় যদি সুবহে সাদিক হয়ে যায় আর সুবহে সাদিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখের খাবার ফেলে দেয় এবং সহবাস থেকে সরে যায় তাহলে রোযা ভাঙবে না। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২৪; কিতাবুল আসল ২/২১৩

* পেশাবের রাস্তায় কোন ঔষধ ব্যবহার করলে বা সিস্টোসকপি করালে রোযা ভাঙবে না । সিস্টোসকপি হলো, পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি ধাতব বা রাবার জাতীয় দন্ড প্রসাবের রাস্তা দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয়, যা মুত্রথলি বা মুত্রনালী পর্যন্ত পৌঁছে পাকস্থলিতে যায় না। তাই রোযা ভাঙবে না। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২৭; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩১; ইসলামের দৃষ্টিতে রোগী...

* পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পায়ুপথে কোন যন্ত্র প্রবেশ করালে রোযা ভাঙবে না। শর্ত হলো তাতে কোন ধরণের ঔষধ বা মেডিসিন না থাকা। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৭: ফাতাওয়া খানিয়া ১/১৩০

* দিনের বেলা রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার বা সহবাসরত অবস্থায় রোযার কথ স্মরণ হওয়া মাত্র মুখের খাবার ফেলে দিলে এবং সহবাস থেকে উঠে গেলে রোযা ভাঙবে না। -কিতাবুল আসল ২/২১৩; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২৪-২৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৭; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩১

* সহবাস করা ব্যতীত এমনিতে স্বামী-স্ত্রী সুলভ আচরণ, যেমন- চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি করলে রোযা ভাঙবে না। তবে শর্ত হলো, এসবের কারণে বীর্যপাত না হওয়া, বীর্যপাত হলে রোযা ভেঙে যাবে। উল্লেখ্য, এসব কাজ রোযার উদ্দেশ্যের পরিপন্থি এবং ক্ষেত্রবিশেষে এসবের কারণে

রোযা মাকরুহ হয় এবং রোযার ছওয়াব কমে যায়। তাই রোযা অবস্থায় এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২১, ৪২৫; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩০

* অনিচ্ছাকৃত দু'এক ফোঁটা চোখের পানি কিংবা ঘাম গলার ভিতর চলে গেলে রোযা ভাঙবে না । -ফাতাওয়া হিন্দিয়া১/২৬৬; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩৪

* গোসল ফরয অবস্থায় ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে রোযা ভাঙবে না। -কিতাবুল আসল ২/১৪৫; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬২

* থুথু গিলে ফেললে রোযা ভাঙবে না। - ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬২; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩০

* প্রয়োজনের কারণে কোন কিছুর স্বাদ চেখে সঙ্গে সঙ্গে তা মুখ থেকে ফেলে দিলে রোযা ভাঙবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া১/২৬৩; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৫৬

* কানে পানি ঢুকলে রোযা নষ্ট হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২২

* রোযার নিয়ত করার পর পাগল বা বেহুঁশ হয়ে গেলে ঐ দিনের রোযা হয়ে যাবে। -কিতাবুল আসল ২/১৫১

* মিসওয়াক করলে রোযা ভাঙবে না। গাছের তাজা ডাল দিয়ে হোক বা শুকনো ডাল দিয়ে, সকালে হোক বা বিকালে। -কিতাবুল আসল ২/১৭২; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৭

* মিসওয়াক করার সময় মিসওয়াকের দু' একটি আঁশ গলার ভিতর চলে গেলে রোযা ভাঙবে না । আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৩৫

* অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার করলে–অক্সিজেনের সাথে ভিতরে অন্য কোন মেডিসিন প্রবেশ না করলে–রোযা ভাঙবে না। (ইসলামের দৃষ্টিতে রোগী...)

* রোযা অবস্থায় ইনসুলিন নিলে রোযা ভাঙবে না। ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬

* রক্ত দিলে বা নিলে রোযা ভাঙবে না । -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬

* ডায়ালাইসিস করালে রোযা ভাঙে না । -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬

* ভেজাইনাল সাপোজিটরি/ অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করলে রোযা ভাঙবে না। কারণ, এগুলো মহিলাদের লজ্জাস্থানের বাইরের অংশে কিংবা ভিতরের

অংশে রাখা হয় এবং সেখান থেকেই এগুলো কার্যকারিতা প্রকাশ করে; পেটে যায় না। তাই রোযা ভাঙবে না। (ইসলামের দৃষ্টিতে রোগী...)

* সাব লিংগুয়াল স্প্রে/ সাব লিংগুয়াল ট্যাবলেট ব্যবহার করলে রোযা ভাঙবে না। এর ব্যবহার পদ্ধতি হলো, জিহ্বার নিচে স্প্রে বা ট্যাবলেট রাখার পর সেখান থেকে ঔষধ সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে। স্বাভাবিকভাবে তা পেটে যায় না। তাই তা ব্যবহার করলে রোযা ভাঙবে না। তবে যদি ঔষধ গিলে ফেলে বা ঔষধের কিছু অংশও গলার ভিতর প্রবেশ করে তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। -ইসলামের দৃষ্টিতে রোগী ডাক্তার ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা

* রোযা রেখে ইনজেকশন নিলে রোযা ভাঙবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬

* রোযা অবস্থায় স্যালাইন পুশ করলে রোযা ভাঙবে না। তবে রোযা রাখার দ্বারা শরীরে স্বাভাবিক যে দুর্বলতা দেখা দেয় তা দূর করার জন্য গ্লুকোজ জাতীয় ইনজেকশন বা স্যালাইন নেয়া মাকরুহ। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬

* চোখে ড্রপ দিলে রোযা ভাঙবে না । -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬

* 'কানে ঔষধ দিলে রোযা ভাঙ্গবে কি–না' এ বিষয়ে বর্তমান ওলামায়ে কেরামের তিনটি অভিমত আছে। এক. রোযা ভাঙবে না। দুই. রোযা ভেঙে যাবে। তিন. কানে ঔষধ দিলে যদি তা গলায় অনুভব হয় তাহলে রোযা ভেঙে যাবে । অন্যথায় ভাঙবে না। তাই এক্ষেত্রে সতর্কতা হলো, রোযা অবস্থায় কানে ঔষধ না দেয়া; আর কেউ দিয়ে ফেললে সতর্কতাবশত একটি রোযা কাযা করে নেয়া।

রোযা ভাঙার কারণসমূহ

রোযা ভাঙার কারণসমূহের মধ্যে কিছু কারণ এমন আছে যেগুলোর কারণে কাযা এবং কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়। আবার কিছু কারণ এমন যেগুলোর কারণে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়। প্রথমে ঐসব কারণ উল্লেখ করা হচ্ছে যা দ্বারা শুধু কাযা ওয়াজিব হয়।

যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয়

* ওযু ও গোসলের মধ্যে কুলি করার সময় অসতর্কতাবশত অনিচ্ছায় গলার ভিতরে পানি চলে গেলে রোযা ভেঙে যাবে। -কিতাবুল আসল ২/১৫০; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩১; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২৯

* সাহরীর সময় শেষ হওয়ার পর সাহরীর সময় বাকি আছে মনে করে পানাহার কিংবা সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে। -কিতাবুল আসল ২/১৪৫; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩০

* ইফতারের সময় হয়েছে মনে করে সময়ের পূর্বে ইফতার করে ফেললে রোযা ভেঙে যাবে । -কিতাবুল আসল ২/১৪৫; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩৬; বাদায়ে ২/২৫৭

* কোন মহিলার সাথে ঘুমের মধ্যে সহবাস করা হলে ঐ মহিলার উপর শুধু রোযার কাযা ওয়াজিব হবে। - আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩৫

* ঘুমের মধ্যে কোন কিছু খেলে বা পান করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২৯; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৪৯

* রোযাদারকে পানাহার কিংবা সহবাসে বাধ্য করার পর অনন্যোপায় হয়ে পানাহার বা সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩০; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩১

* রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার কিংবা সহবাস করার পর রোযা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছে করে পুনরায় পানাহার বা সহবাস করলে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৬৭; বাদায়েউস সানায়ে ২/ ২৫৭ আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২৯

* স্ত্রীকে স্পর্শ করা ব্যতীত শুধু কামভাব নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকানোর দ্বারা বীর্যপাত হওয়ার কারণে রোযা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে। এমনিভাবে স্বপ্নদোষের কারণে রোযা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে রোযা হবে না। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৭

* অনিচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি হওয়ার পর রোযা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২৫৭; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩১

* মলদ্বার দিয়ে সাপোজিটরি (ঢুস) বা অন্য কোন ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা ভেঙে যাবে । -কিতাবুল আসল ২/১৫১; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩১

* নাকে ড্রপ দিলে বা নেজো-গ্যাস্ট্রিক টিউব লাগালে। নেজো-গ্যাস্ট্রিক টিউব হলো, একটি চিকন প্লাস্টিকের নল যা নাকের ছিদ্র দিয়ে পাকস্থলিতে প্রবেশ করানো হয়। নলটি ভিতরে প্রবেশ করানোর পূর্বে যেহেতু তা তরল জাতীয় পদার্থ দ্বারা পিচ্ছিল করে নেয়া হয় তাই তা লাগালে রোযা ভেঙে যাবে। - ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৭; ইসলামের দৃষ্টিতে রোগী...

* অপারেশনের সময় পেট মাথা অথবা অন্য কোন ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার করার পর তা পাকস্থলি বা মস্তিষ্কে পৌঁছে গেলে রোযা ভেঙে যাবে। একটি রোযা কাযা করে নিলেই হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩২; কিতাবুল আসল ২/১৫৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬; হেদায়া ১/৩৪৬

* এমন কিছু খেলে যা স্বাভাবিকভাবে মানুষ খাবার কিংবা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করেনা, যেমন- কংকর, মাটি, বালি, নারিকেলের ছোবড়া, ঘাস ইত্যাদি। অথবা যা খাওয়া মানুষ অপছন্দ করে, যেমন- পঁচা ও নষ্ট খাবার, অন্যের মুখ থেকে বের করা খাবার ইত্যাদি। এগুলো খেলে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩৩; বাদায়েউস সানায়ে ২/২৫৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৫

* ইচ্ছাকৃতভাবে গলার ভিতর ধোঁয়া টেনে নিলে–চাই তা আগরবাতির ধোঁয়া হোক বা কয়েলের ধোঁয়া বা অন্য কোন ধোঁয়া–রোযা ভেঙে যাবে। -কিতাবুল আসল ২/১৬৮; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২৯

* রোযা রেখে স্ত্রীকে স্পর্শ, চুম্বন বা আলিঙ্গন করার দ্বারা বীর্যপাত হলে রোযা ভেঙে যাবে । -কিতাবুল আসল ২/১৫০, ১৫৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৭

* রোযাবস্থায় হস্তমৌথুন এর ফলে বীর্যপাত হলে রোযা ভেঙে যাবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/২৬২; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩০; (উল্লেখ্য, হস্তমৌথুন করা কবীরা গুনাহ ও শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। এ জাতীয় ঘৃণিত কাজ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক)

* রোযা রাখার পর হায়েয নেফাস শুরু হলে রোযা ভেঙে যাবে। -কিতাবুল আসল ২/১৪৭; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩১

* রোযাবস্থায় নাকে ঔষধ দিলে রোযা ভেঙে যাবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩২; কিতাবুল আসল ২/১৫৫

* বৃষ্টির পানি গলার ভিতর চলে গেলে রোযা ভেঙে যাবে। এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বৃষ্টির পানি খেলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩৪; ফাতাওয়া কযীখান ১/১৩৩

* অধিক পরিমাণে চোখের পানি বা ঘাম গলার ভিতর চলে গেলে রোযা ভেঙে যাবে । তবে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬

* দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বের হয়ে গলার ভিতর প্রবেশ করলে যদি রক্তের পরিমাণ থুথুর সমান বা বেশী হয় অথবা গলায় রক্তের স্বাদ অনুভব হয় তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৬

* ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে রোযা ভেঙে যাবে । - ফা. খানিয়া ১/১৩২

* ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। -সমকালীন জরুরী মাসায়েল

* এন্ডোসকপি করা হলে রোযা ভেঙে যাবে। কেননা সাধারণত এন্ডোসকপি করার পূর্বে গলায় স্প্রে করা হয় এবং নলে ঔষধ ব্যবহার করা হয়। তবে যদি গলায় স্প্রে এবং নলে কোন ধরণের ঔষধ ব্যবহার করা না হয় তাহলে রোযা ভাঙবে না।

* এম.আর করালে যেহেতু স্রাব চালু হয় তাই রোযা রেখে এম, আর করালে রোযা ভেঙে যাবে। তদ্রুপ ডি.এন্ড.সি করালেও রোযা ভেঙে যাবে। -যাওয়াবিতুল মুফাতিরাত১/২১৮, ইসলামের দৃষ্টিতে রোগী...

* প্রস্টোসকপি করালে রোযা ভেঙে যাবে। কারণ, প্রস্টোসকপি করানোর সময় পায়ুপথের ভিতরের অংশে এবং মেশিনের গায়ে এক ধরণের পিচ্ছিল পদার্থ লাগানো হয়; তাই রোযা ভেঙে যাবে। -ইসলামের দৃষ্টিতে রোগী ডাক্তার..

* ম্যানথল ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে । এখানে ঐ ম্যানথল উদ্দেশ্য যা গরম পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। গরম পানিতে

মিশানোর পর গরমপানি থেকে যে ঝাঁঝমিশ্রিত বাষ্প উঠে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তা ভিতরে টেনে নেয়া হয়।

* কোন মহিলা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভাঙার পর সেদিন যদি হায়েয শুরু হয়ে যায় অথবা এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, ঐ অবস্থায় রোযা ভাঙা জায়েয তাহলে শুধু রোযার কাযা করলেই চলবে কাফ্ফারা লাগবে না। -কিতাবুল আসল২/১৫৩; বাদায়েউস সানায়ে ২/২৫৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৯; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩৫

* রমযানের রোযা রেখে কোন পুরুষ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙে ফেলে অতপর এমন অসুস্থ হয়ে যায় যে, এই অবস্থায় রোযা রাখা তার জন্য সম্ভব নয় তাহলে রোযা ভাঙার কারণে শুধু কাযা ফরয হবে। কাফ্ফারা লাগবে না। -কিতাবুল আসল ২/১৬৮; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৪৮; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩৫

* জোরপূর্বক কিছু খাইয়ে দিলে রোযা ভেঙে যাবে। - আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৩০

* রমযান এর রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা ভাঙলে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। - আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২৯; বাদায়েউস সানায়ে ২/২৬০; হেদায়া ১/৩৪৫

যেসব কারণে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়

* রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় শরীয়তসম্মত কোন ওজর ছাড়া ইচ্ছে করে খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ ইত্যাদি ভক্ষণ করলে কিংবা সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং কাযা কাফ্ফার উভয়টি ওয়াজিব হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৫২; বাদায়েউস সানায়ে ২/২৫২; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৪২-৪৪৩

* ধূমপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ধূমপান করলে কাযা কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৪৪; হুকমু শুরবুব-দুখান লাখনবী রহ:

* স্বপ্নদোষ অথবা মুখ ভরে বমি হওয়ার পর কিংবা স্ত্রীর প্রতি কামভাব নিয়ে তাকানো বা বাজে চিন্তা করার কারণে বীর্যপাত হওয়ার পর রোযা ভাঙেনি জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাযা কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৮-২৬৯

রোযার কাফ্ফারা

* রোযার কাফ্ফারা হলো, প্রতি রোযার পরিবর্তে ষাট দিন লাগাতার রোযা রাখা। আর চন্দ্রমাসের প্রথম তারিখে রোযা রাখা শুরু করলে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখবে । চাই মাস ২৯ দিনে হোক বা ৩০ দিনে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৪৪৭; কিতাবুল আসল ২/১৫২

* ষাট দিনের মাঝখানে কোন রোযা ভেঙে ফেললে পুনরায় ষাটটি রোযা রাখতে হবে। আগে যা রেখেছে তা নফল বলে গণ্য হবে। তবে কাফ্ফারার রোযা রাখাকালে কোন মহিলা যদি হায়েযের কারণে রোযা ভেঙে ফেলে তাহলে পুনরায় ষাটটি রোযা রাখতে হবে না। হায়েয বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট রোযাগুলো রাখবে। তবে নেফাসের কারণে কোন রোযা ভাঙলে পুনরায় ষাটটি রোযা রাখতে হবে। -কিতাবুল আসল২/১৬০, আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৪৭

* কাফ্ফারার রোযা রাখাকালে অসুস্থতার কারণে কোন রোযা ভেঙে ফেললে পুনরায় ষাটটি রোযা লাগাতার রাখতে হবে। আগে যা রেখেছে তা নফল বলে গণ্য হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৫৮

* কাফ্ফারার রোযা রাখাকালে রমযান শুরু হয়ে গেলে পুনরায় লাগাতার ষাটটি রোযা রাখতে হবে। আগে যা রেখেছে তা নফল বলে গণ্য হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৫৯

* লাগাতার ষাটটি রোযা রাখতে সক্ষম না হলে একদিন ৬০ জন মিসকিনকে দু'বেলা পেটভরে খাবার খাওয়াতে হবে অথবা একজন মিসকিনকে ৬০ দিন দু'বেলা পেটভরে খাওয়াতে হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৫২, আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৪৭

* খাবার খাওয়ানোর পরিবর্তে টাকা দিয়েও কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয। সেক্ষেত্রে ৬০ রোযার পরিবর্তে ষাটজন মিসকিনকে দু'বেলা পেটভরে খাওয়া যায়–এ পরিমাণ মূল্য সদকা করবে। এক্ষেত্রে ষাট রোযা থেকে প্রতি রোযার পরিবর্তে কমপক্ষে ১৬৩৬ গ্রাম আটা, ময়দা বা এর মূল্য সদকা করতে হবে। -ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহ ৩৬৯

* কাফ্ফারা হিসাবে একজন মিসকিনকে একদিনে একটি সদকায়ে ফিত্র সমপরিমাণ টাকা দেয়া যাবে। এ থেকে বেশী দেয়া যাবেনা। তবে

একাধিক মিসকিনকে দিলে একদিনে একাধিক সদকায়ে ফিত্‌রের সমপরিমাণ টাকা দেয়া যাবে। - তাবয়ীনুল হাকায়েক ৩/২১৮

* একাধিক রোযা ভেঙে থাকলে যদি অতীতে কোনটির কাফ্‌ফারা না দিয়ে থাকে তাহলে একটি কাফ্‌ফারা অতীতের সবগুলোর জন্য যথেষ্ট হবে। - আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৪৯; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩৪; কিতাবুল আসল ২/১৫৩

* রোযা রাখতে সক্ষম হলে খাওয়ানো কিংবা অর্থ প্রদানের দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় হবে না। -কিতাবুল আসল ২/১৬১

* সহবাসের মাধ্যমে যদি এক রমযানের একাধিক রোযা ভঙ করে এবং কোনটির কাফ্‌ফারা না দেয় তাহলে একটি কাফ্‌ফারা যথেষ্ট হবে। আর যদি সহবাসের মাধ্যমে দু'রমযানের দু'টি রোযা ভঙ্গ করে তাহলে দুটি কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২৫৯, রদ্দুল মুহতার ৩/৪৪৯

* পূর্ণ খানা খেতে পারে না এমন লোককে খাওয়ালে কাফ্‌ফারা আদায় হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৭০; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৩/২১৮

যেসব কারণে রোযা মাকরুহ হয়

* বিনা প্রয়োজনে খাবারের স্বাদ চাখা বা খাবার জাতীয় বস্তু চিবানো মাকরুহ।

তবে প্রয়োজন হলে শিশুর জন্য খাবারের স্বাদ চাখা বা খাবার চিবিয়ে দেয়া মাকরুহ নয়। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৭; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪২৮

* স্বামী বদমেজাযী হলে স্ত্রীর জন্য রোযাবস্থায় তরকারির স্বাদ চাখা মাকরুহ নয়। শর্ত হলো, স্বাদ চেখে তা সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিতে হবে। - ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৭

* নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে স্ত্রীকে স্পর্শ করা, চুম্বন করা বা আলিঙ্গন করা মাকরুহ। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬২; ফাতাওয়া খানিয়া ১/১২৮; হেদায়া ১/৩৩৫

* রোযা রেখে বিবস্ত্র অবস্থায় স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন করা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় মাকরুহ। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬২; ফাতাওয়া খানিয়া ১/১২৮; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৫৮

* কুলির সময় মুখভরা পানি নিয়ে গড়গড়া করা অথবা নাকের নরম অংশে পানি টেনে নেয়া মাকরুহ। তবে গলার ভিতর পানি চলে গেলে রোযা ভেঙে যাবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬২; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৫৬

* মুখে থুথু জমা করে গিলে ফেলা মাকরুহ। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬২

* রোযাবস্থায় এমন কাজ করা মাকরুহ–যার কারণে মানুষ বেশী দুর্বল হয়ে পড়ে, যেমন- শিঙা লাগানো, রক্ত দেয়া ইত্যাদি। -কিতবুল আসল ২/১৬৮ ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬২

* এত দেরী করে সাহরী খাওয়া মাকরুহ যে সাহরীর সময় বাকি আছে কিনা সন্দেহ হয়। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬২

* রোযা রেখে টুথপেষ্ট, টুথ পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করা মাকরুহ। এমনিভাবে গুল জাতীয় কিছু জিহ্বার নিচে রাখাও মাকরুহ। তবে এগুলো গলার ভিতর চলে গেলে রোযা ভেঙে যাবে। -আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪২৯

* রোযা অবস্থায় গীবত করা, চুগলখুরী করা, মিথ্যা বলা, গালি দেয়া, অশ্লীল কথাবার্তা বলা, বেগানা মহিলার দিকে তাকানো, টিভি দেখা, মোবাইলে নাটক, সিনেমা বা অন্য কোন বাজে বিষয় দেখা, গান শোনা, গীবত শোনা বা অন্য যে কোন কবিরা গুনাহ করা। উল্লেখিত কাজগুলো একে তো কবিরা গুনাহ; অধিকন্তু রোযা রেখে এসব করার দ্বারা রোযার ছওয়াব নষ্ট হয়ে যায় এবং রোযা মাকরুহ হয়।

* প্রয়োজন ব্যতীত গ্লুকোজ জাতীয় স্যালাইন বা ইনজেক্‌শন নেয়া মাকরুহ।

* স্বামী উপস্থিত থাকলে মহিলাদের জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা মাকরুহ। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৩; বাদায়েউস সানায়ে ২/২৭১

রোযা অবস্থায় যেসব কাজ মাকরুহ নয়

* আরামের জন্য কুলি করা। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৮; আদ্দুররুল মুখতার৩/৪৫৯

* কাপড় ভিজিয়ে শরীরে জড়িয়ে রাখা। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২৭০, আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৫৮

* গোসল করা। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২৭০; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৫৮

* রোযাবস্থায় শরীরে তেল ব্যবহার করা। আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৫৫

* চোখে সুরমা লাগানো। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২৬৮ ফাতাওয়া কাযীখান ১/১২৮

* আতর বা অন্য কোন সুগন্ধি ব্যবহার করা। -রদ্দুল মুহতার ৩/৪৫৬

* দিনের শুরু বা শেষে মিসওয়াক করা। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২৬৯

তারাবীহ

* সাহাবায়ে কেরামের ইজমা এবং চার মাযহাবের ইমামগণের ঐক্যমতে তারাবীহ বিশ রাকাত। আট রাকাত তারাবীর পক্ষে যে হাদীস বলা হয়ে থাকে তাতে আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাযের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, "নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান ও রমযানের বাইরে আট রাকাতের বেশী পড়তেন না"। আর এই আট রাকাত যে তারাবীহ নয় বরং তাহাজ্জুদ তা সুস্পষ্ট কেননা তারাবীহ শুধু রমযানেই হয়ে থাকে। অন্য মাসগুলোতে তারাবীহ হয় না।

* বিশ রাকাত তারাবীহ পড়া সুন্নতে মু'আক্কাদা। শরয়ী কোন ওযর ব্যতীত বিশ রাকাতের কম পড়লে গুনাহগার হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৯৮; গুনয়াতুল মুতামাল্লি ৪০০

* তারাবীর জামাত সুন্নতে মু'আক্কাদা আলাল কিফায়াহ। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৯৮; গুনয়াতুল মুতামাল্লি ৪০০; মারাকিল ফালাহ ৪১১; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৪৫

*তারাবীর নামাযে এক খতম কোরআন পড়া সুন্নত। -মাবসূত ২/১৯৮; আদ্দুররুল মুখতার ২/৬০১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৭

* তারাবীর ওয়াক্ত ইশার নামাজের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত বাকি থাকে। -হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকীল ফালাহ ৪১৩; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৪৬

* তারাবীহ শেষ করে বিতির নামায পড়া এবং বিতিরের পরে তারাবীহ পড়া উভয়টি জায়েয। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৯৭; গুনয়াতুল মুতামাল্লি ৪০৩

* রমযান মাসে বিতির নামায জামাতের সাথে পড়া মুস্তাহাব। -ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩৩৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৬

* কারো যদি তারাবীর কিছু রাকাত বাকি থাকে, এদিকে বিতিরের জামাত শুরু হয়ে যায় তাহলে বিতিরের জামাতে শরীক হয়ে যাওয়া ভাল। পরে অবশিষ্ট তারাবীহ আদায় করে নিবে। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৯৮

* রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তারাবীহ পড়া মুস্তাহাব। - মারাকীল ফালাহ ৪১৩; মাবসূত ২/২০১; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৪৬

* অর্ধরাতের পর তারাবীহ পড়া মাকরুহ নয়। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৯৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৫; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৪৬

* তারাবীহ নামাযের কাযা নেই। সময়মত আদায় না করলে সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৯৮; হাশিয়াতুত তাহতাবী ৪১৬

* তারাবীর জামাত মসজিদে আদায় করা সুন্নত। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২৭৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৬; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৪৫

* এক সালামে দুই রাকাত পড়া সুন্নত। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২৭৫

* কেউ যদি এক সালামে চার রাকাত তারাবীহ পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকাতের পর বৈঠক করে তাহলে চারো রাকাত সহীহ হবে। তবে যদি প্রথম বৈঠক না করে তাহলে শুধু শেষ দুই রাকাত সহীহ হবে। -বাদায়েউস সানায়ে২/২৭৫; মাবসূত ২/২৯৯; তাহতাবী আলা মারাকীল ফালাহ ৪১৪

* খতম তারাবীতে নামাযের কোন অংশ নষ্ট হয়ে গেলে ঐ দু'রাকাতে পঠিত আয়াতগুলো পুনরায় তিলাওয়াত করতে হবে, অন্যথায় খতম হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৭

* খতম তারাবীতে কোন সূরা বা আয়াত ছুটে গেলে প্রথমে উক্ত সূরা বা আয়াত পড়ে নিবে তারপর সামনে তেলাওয়াত করবে। -হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকীল ফালাহ ৪১৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৭

* তারাবীর প্রতি চার রাকাতকে তারবীহা বলে। ইমাম বদল করতে হলে কোন তারবীহার পর বদল করা উত্তম। যেমন, আট রাকাতের পর বা বার রাকাতের পর। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২৭৬ ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৬; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৪৫

* প্রতি চার রাকাতের পর চার রাকাত পরিমাণ সময় বিলম্ব করা মুস্তাহাব। এই সময়ের নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। এই সময় কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ও দোআ-দূরুদ পড়া যাবে। তদ্রূপ নফল নামাযও পড়া যাবে। মক্কাবাসী প্রতি চার রাকাতের পর বিরতির সময় ক্বাবা শরীফের তাওয়াফ করতেন। আর মদিনাবাসী এই সময়ে আরো চার রাকাত নফল পড়তেন। তবে মানুষের দুর্বলতার কারণে এর চেয়ে কম সময় বসাও জায়েয আছে। -মাবসূত ২/১৯৮; বাদায়েউস সানায়ে ২/২৭৭; আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৯৯ ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৫; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৪৫

* তারাবীর নামায তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য কেউ কেউ তাশাহহুদের পর সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। এটা সঠিক নয়। যথারীতি পূর্ণ দুরুদ শরীফ পড়া চাই। সম্ভব না হলে কমপক্ষে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওআলা আলি মুহাম্মাদ পর্যন্ত পড়তে হবে। ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৭; মারাকীল ফালাহ ৪১৫

* রমযানের প্রতিরাতে তারাবীহ পড়া সুন্নত। তাই তারাবীতে খতম শেষ হয়ে যাওয়ার পর রমযানের অবশিষ্ট রাতগুলোতে যথারীতি তারাবীহ পড়তে হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৬

* হরফ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ হয়না–এত দ্রুত তিলাওয়াত করা মাকরুহ। - হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকীল ফালাহ ৪১৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৬

* তারাবীর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৬; ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৭১-৪৮১

* নাবালেগের জন্য তারাবীহ বা অন্য কোন নফল কিংবা ফরয নামাযের ইমামতি করা জায়েয নেই। তাই নাবালেগের পিছনে তারাবীহ পড়লে ছহীহ হবে না। -গুনয়াতুল মুতামাল্লি ৪০৮

* ইমাম সাহেব রুকুতে যাওয়ার অপেক্ষায় নামাযে শরীক না হয়ে বসে থাকা মাকরুহ। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭৮; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকী.. ৪১৬

শবে ক্বদর

রমযান মাসের রাতগুলোর মধ্যে একটি রাত শবে ক্বদর- যা অত্যন্ত বরকতময় ও কল্যানকর। এই রাতে কোরআনে কারীম লাওহে মাহফুয থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনে কারীমে এই রাতকে হাজার মাস থেকেও উত্তম বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

অর্থ: শবে ক্বদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

এই রাতে জিবরাইল আ. ও অন্যান্য ফেরেশতা আপন রবের হুকুমে প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে অবতরণ করেন। এই রাতটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সালাম ও শান্তি। এই রাতের কল্যাণ ও বরকতসমূহ সুবহে সাদিক পর্যন্ত বহাল থাকে। (সূরা কদর)

শবে ক্বদরের এই নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা শুধু এই উম্মতকেই দান করেছেন। পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতগণ দীর্ঘকাল ইবাতদ-বন্দেগী ও মেহনত মুজাহাদা করে আল্লাহ তা'আলার যে নৈকট্য অর্জন করতে পারতেন এই উম্মত এক রাতের কয়েকঘণ্টা ইবাদত-বন্দেগী করার মাধ্যমে সে পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারবে। অত্যন্ত ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যিনি এই রাতে ইবাদত-বন্দেগী করার তাওফীক পেয়ে যান। কারণ, যে ব্যক্তি এই রাতটি ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকলো সে যেন হাজার মাস ইবাদত-বন্দেগী করলো; হাজার মাসের কল্যাণ লাভ করলো! কুরআনে কারীমে এই মাসকে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে। আর তা কত বেশী উত্তম তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

হাদীস শরীফে এই রাতের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

অর্থ: যে ব্যক্তি শবে ক্বদরে ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় ইবাদতে মশগুল থাকে, তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। -বুখারী, হাদীস নং ১৯৬৯

উলামায়ে কেরামের মতে এই হাদীসে গোনাহ মাফ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, সগীরা গোনাহ। কারণ, কবিরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি শবে ক্বদরে অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি নিজের কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি দিলে কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করে, আশা করা যায় হাজার মাস ইবাদতের সওয়াব লাভের সাথে সাথে তার যাবতীয় গুনাহও আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিবেন। এক হাদীসে এসেছে, হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি শবে ক্বদর পেয়ে যাই তাহলে তাতে কী দোয়া করবো? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, এই দোআ করবে -

اللّٰهُمّ إنّكَ عَفُوّ كريم تُحِبُ العَفْوَ فاعْفُ عَنّي.

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি বড় ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। **-সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫১৩**

এই হাদীস থেকে শবে ক্বদরে বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব বুঝে আসে। তাই শবে ক্বদরে অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার করা এবং এই দোআ পড়তে থাকা চাই।

শবে ক্বদর রমযানের কোন রাতে?

* শবে ক্বদর রমযানের কততম রাতে, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। হাদীস শরীফে আছে,

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي ﷺ ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان و فلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.

অর্থ: হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শবে ক্বদর সর্ম্পকে খবর দেয়ার জন্য বের হলেন। তখন মুসলমানদের দু'ব্যক্তি ঝগড়া করছিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে শবে ক্বদর সর্ম্পকে খবর দেয়ার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়া করছিলো বিধায় এর সুনির্দিষ্ট তারিখটি (আমার কলব থেকে) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর এটাই হয়তো তোমাদের জন্য উত্তম। অতএব, তোমরা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে শবে ক্বদর তালাশ কর। - ছহীহ বোখারী, হাদীস নং ২৭৭

এই হাদীসে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষনীয়: এক. ঝগড়া বিবাদ অনেক বড় অনিষ্টকর বিষয়। যার কারণে শবে ক্বদরের নির্দিষ্ট তারিখ উঠিয়ে নেয়া হলো। তাছাড়া ঝগড়া-বিবাদ সর্বদা বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়।

দুই. আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করেন বান্দার ভালোর জন্যই করেন সর্বদা এই বিশ্বাস রাখা। আল্লাহ তা'আলার যে কোন হুকুমকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নেয়া এবং তাঁর সব ধরণের হুকুমের প্রতি পুরোপুরি সন্তুষ্ট থাকা চাই। শবে ক্বদর অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও হয়ত আল্লাহ তা'আলার কোন হেকমত আছে। উলামায়ে কেরাম এর কিছু হেকমত বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. শবে ক্বদর নির্দিষ্ট থাকলে অনেক মানুষ শুধু এই রাতেই ইবাদতের অপেক্ষায় থাকত। রমযানের অন্যান্য রাতে একেবারেই ইবাদত পরিত্যাগ করে দিতো। তা অনির্দিষ্ট থাকার কারণে অন্যান্য রাতেও কমবেশ ইবাদত করা হয়। কমপক্ষে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে ইবাদত করার কিছুটা আগ্রহ এখনও দেখা যায়।

২. শবে ক্বদর নির্দিষ্ট থাকলে সে নির্দিষ্ট রাত জানা থাকার পরও যদি কোন ব্যক্তি তাতে গোনাহ করার দুঃসাহস করত তাহলে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা ছিল।

৩. যতগুলো রাত শবে ক্বদরের তালাশে জেগে ইবাদত বন্দেগী করবে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক সওয়াব লাভ হবে।

এই হাদীসে তৃতীয় যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হলো, হাদীসে নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে শবে ক্বদর তালাশ করতে বলা হয়েছে। শবে ক্বদর সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে হাদীস বিশারদগণের অভিমত হলো, নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাত দ্বারা রমযানের শেষ দশকের এই রাতগুলো উদ্দেশ্য। শেষ দশক যদি শুরু থেকে গণনা করা হয় তাহলে হাদীসের উদ্দেশ্য হলো ২৯, ২৭ ও ২৫তম রাতে শবে ক্বদর তালাশ করা। আর যদি শেষ দিক থেকে গণনা করা হয় আর মাস উনত্রিশা হয় তাহলে ২১,২৩ ও ২৫ তম রাত উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে মাস ত্রিশ দিনের হলে ২২,২৪ ও ২৬তম রাত উদ্দেশ্য। মোটকথা শবে ক্বদরের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের হাদীস আছে। সাহাবী, তাবেয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী উলামায়ে কেরামের এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে শবে ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করনে,

تَحَرَّوا لَيلَةَ القَدرِ فِي الوِترِ مِنَ العَشرِ الأَوَاخِرِ مِنَ رَمَضَانَ.

অর্থ: তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে শবে ক্বদর তালাশ করো। -বুখারী, হাদীস নং ১৯৭২

তাই সম্ভব হলে রমযানের শেষ দশকের প্রতি রাতেই শবে ক্বদর তালাশ করা চাই। না হলে কমপক্ষে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে শবে ক্বদরের তালাশে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা চাই।

এখানে একটি বিষয় স্বরণ রাখা চাই যে, কোন আমলের প্রকৃত ফযীলত পেতে হলে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী সে আমল করতে হবে। নিজেদের মনগড়া কোন কাজ করলে ছওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হওয়ার আশংকা রয়েছে। শবে ক্বদরের এই বরকতময় রাতেও কিছু মানুষ শরীয়তের দিকনির্দেশনা বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া কিছু আমল বানিয়ে নিয়েছে। এসব বিষয় অবশ্যই পরিত্যাগযোগ্য।

ক্বদরের রাতে লক্ষণীয় কিছু বিষয়:

* শবে ক্বদরে বিশেষ নিয়মে কোন নামায নেই। তাই স্বাভাবিক নফল নামায, কোরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল ও তওবা-ইস্তেগফার ইত্যাদি আমল করবেন। কারো কাযা নামায থাকলে তিনি তা পড়বেন।

* শবে ক্বদর উপলক্ষে মসজিদ লাইটিং করা গুনাহের কাজ। এতে অর্থ অপচয়ের পাশাপাশি বিজাতীদের সাথে সাদৃশ্যতা হয়। বিশেষ বিশেষ রাতে ইবাদতঘর সজ্জিত করা বিধর্মীদের রীতি। যেমন, খ্রিষ্টানরা বড়দিন উপলক্ষে তাদের ইবাদতঘরগুলোতে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা করে, অগ্নিপূজকরা তাদের বিশেষ রাতে অধিক পরিমাণে অগ্নিপ্রজ্জলন করে। পক্ষান্তরে ইসলাম আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে সরলতা ও অনাড়ম্বতার শিক্ষা দেয়। ইসলাম কঠোরভাবে অপচয় করতে নিষেধ করে, কোরআনে কারীমে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই আখ্যা দেয়া হয়েছে। তাই ক্বদরের বরকতময় রাতে এসব অনর্থক ও অপচয় থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। -তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ ২/৩২৬; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫/৫০৩

* শবে ক্বদরে সম্মিলিত কোন ইবাদত নেই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এই রাতে সম্মিলিত কোন আমল করেননি। নবীজীর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবয়ে তাবেঈন কেউ শবে ক্বদর উপলক্ষে সম্মিলিতভাবে কোন আমল করেননি। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম এটাকে মাকরুহ বলেছেন। তাই প্রত্যেকে নিজ সুবিধামত ঘরে বা মসজিদে একাকী ইবাদত-বন্দেগী করবেন। -মারাকীল ফালাহ ৪০২

* ক্বদরের রাতে কবর যিয়ারত করার আলাদা কোন ফযীলত নেই। অন্যান্য সময় যেমন কবর যিয়ারত করা জায়েয শবে ক্বদরেও জায়েয। কবর যিয়ারত সম্মিলিত কোন আমল নয়, তাই শবে ক্বদর বা অন্য কোন সময় দলবদ্ধভাবে কবর যিয়ারত করতে যাওয়া ঠিক নয়। কেউ কবর যিয়ারত করতে চাইলে একাকী যেতে পারেন।

* শবে ক্বদরে যেমন আগ্রহ সহকারে মসজিদে যাওয়া হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেও সেভাবে মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। অনেককে দেখা যায় ক্বদর বা বরাতের রাতে খুব আগ্রহ সহকারে মসজিদে যান। এটা ভাল কাজ। কিন্তু ফজর নামায হয়ত পড়েন না অথবা মসজিদে যান না। এর দ্বারা তো এই বরকতময় রাতের মূল্যায়ন হলো না! হাজারো রাকাত নফল নামায দুই রাকাত ফরয নামাযের সমতুল্য কখনোই হবে না! ফজর নামায জামাতে আদায় করা আল্লাহ তা'আলার হুকুম। আল্লাহ তা'আলার হুকুম লঙ্ঘন করে কিভাবে তাঁর রহমতের আশা করা যায়! এ রাতে তো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, ভবিষ্যতে কোন নামায যেন আমার থেকে না ছুটে আল্লাহর কোন হুকুম যেন আমার দ্বারা লঙ্ঘন না হয়! তাঁর কোন নাফরমানী যেন আমার থেকে প্রকাশ না পায়! এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যদি করা যায় তাহলে শবে ক্বদরের প্রকৃত ফযীলত লাভ হবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তৌফীক দান করুন।

এ'তেকাফ

রমযান মাসের বিশেষ আরেকটি আমল হচ্ছে শেষ দশকের সুন্নত এ'তেকাফ। এ'তেকাফের শাব্দিক অর্থ হলো সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে একাগ্রতার সাথে কোন উদ্দেশ্যে কোন স্থানে অবস্থান করা। রমযানে

রোযার যত হক নষ্ট হয়েছে, যত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গাফলত হয়েছে তা সংশোধন করার জন্য এবং রমযানের কল্যাণ ও বরকত পরিপূর্ণরুপে অর্জন করার জন্য এ'তেকাফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলে কারীমে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর কখনো এ'তেকাফ ছাড়েননি। দ্বিতীয় হিজরীর মাহে রমযানের সতের তারিখে বদরের যুদ্ধ সংঘঠিত হওয়ায় সেবছর এ'তেকাফ করা সম্ভব হয়নি। তাই পরবর্তী বছর মাহে রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ দিন এ'তেকাফ করেন।

এ'তেকাফের ফায়দা

* এ'তেকাফের মাধ্যমে শবে ক্বদরের অন্বেষণ সহজ হয়। বরং এ'তেকাফকারী শবে ক্বদরের ফযীলত পেয়ে যায়। কারণ, এ'তেকাফকারী সর্বাবস্থায় ইবাদতের মধ্যে থাকে; তার ঘুমও ইবাদত, জেগে থাকাও ইবাদত। তাই এ'তেকাফকারী ক্বদরের রাতে যদি ঘুমিয়েও থাকে তবু শবে ক্বদরের সওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়।

* গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়। ফেতনা ফাসাদের এই যমানায় মসজিদগুলো ঈমানের জন্য দুর্গ স্বরূপ। মসজিদের পরিবেশই এমন যে, এখানে মানুষ সাধারণত গুনাহ করে না। তাই এ'তেকাফ করার দ্বারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

এ'তেকাফের ফযীলত

* এ'তেকাফকারী মসজিদে থেকেও সব ধরণের আমলের সওয়াব পেতে থাকে। এ'তেকাফকারী মসজিদে থাকার কারণে বাইরের অন্যান্য নেক আমলে শরীক হতে পারেনা। যেমন– জানাযার নামাযে উপস্থিত হওয়া, রোগীর সেবা করা ইত্যাদি। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে সব ধরণের নেক আমলের ছওয়াব দান করেন। হাদীস শরীফে আছে,

أن رسول الله ﷺ قال في المعتكف: هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. (ابن ماجه: 127)

অর্থ: এ'তেকাফকারী গুনাহ থেকে দূরে থাকে এবং সব ধরণের নেক আমলকারীর ন্যায় ছওয়াব **তার** জন্য চালু থাকে।

এ'তেকাফের প্রকার

নিয়তের সাথে মসজিদে অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলে।

এ'তেকাফ তিন প্রকার: ১. ওয়াজিব ২. সুন্নতে মু'আক্কাদা আলাল কিফায়াহ ৩. নফল ।

* **ওয়াজিব এ'তেকাফ:** মান্নতের কারণে যে এ'তেকাফ ওয়াজিব হয়।

* **সুন্নতে মু'আক্কাদা আলাল কিফায়াহ:** রমযানের শেষ দশকের এ'তেকাফ।

* **নফল এ'তেকাফ:** বছরের যে কোন সময় এ'তেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৯৫

এ'তেকাফ সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ

* ১.মুসলমান হওয়া ২. বুঝসম্পন্ন হওয়া ৩. জানাবাত ও হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া ৪.নিয়ত করা ৫.ওয়াজিব ও সুন্নতে মুআক্কাদা এ'তেকাফের জন্য রোযা রাখা ৬.মসজিদ হওয়া। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৪

* ছওয়াবের দিক থেকে এ'তেকাফের সর্বোত্তম স্থান মসজিদুল হারাম, অতপর মসজিদে নববী, অতপর বাইতুল মুকাদ্দাস, অতপর জামে মসজিদ। পাঞ্জেগানা মসজিদে এ'তেকাফ করা জায়েয আছে। -কিতাবুল আসল ৩/১৮৮; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩৮

এ'তেকাফের রুকন

* এ'তেকাফের রুকন হলো মসজিদে অবস্থান করা। তবে মহিলাগণ ঘরে নামাযের নির্দিষ্ট স্থানে এ'তেকাফ করবেন ।

সুন্নত এ'তেকাফ

* যারা সুন্নত এ'তেকাফ করতে ইচ্ছুক তাঁরা ২০ শে রমযান সূর্যাস্তের পূর্বেই মসজিদের ভিতর প্রবেশ করতে হবে। সূর্যাস্তের পর মসজিদে প্রবেশ করলে সুন্নত এ'তেকাফ হবে না।

* রমযানের শেষ দশকের এ'তেকাফ সুন্নতে মু'আক্কাদা আলাল কিফায়াহ। এলাকার একজন আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় সকলেই সুন্নতে মু'আক্কাদা ছাড়ার কারণে গুনাহগার হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪৯৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৪

যেসব কারণে সুন্নতে মুআক্কাদা এ'তেকাফ ভেঙ্গে যায়

* মসজিদ নির্মাতাগণ মসজিদ নির্মাণের সময় যতটুকু অংশ মসজিদ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, কোন ওযর ব্যতীত ঐ অংশের বাইরে বের হলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। হাম্মাম, অযুখানা, গোসলখানা ইত্যাদি জায়গা মসজিদের অর্ন্তভূক্ত নয়। কোন ওযর ছাড়া এসব স্থানে গেলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। এমনিভাবে কোন কোন মসজিদের বারান্দা মসজিদের অংশ নয়; তাই প্রয়োজন ছাড়া ঐসব বারান্দায় গেলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে।

* জানাযার জন্য বের হলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। -কিতাবুল আসল ২/১৮৩ ; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩৮

* রোগী দেখার জন্য বের হলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। -কিতাবুল আসল ২/১৮৩

* রোযা ভেঙে গেলে এ'তেকাফও ভেঙে যাবে । -কিতাবুল আসল ২/১৮৪

* মসজিদের অংশ মনে করে মসজিদের বাইরে চলে গেলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩৮

* এ'তেকাফের কথা ভুলে গিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। -কিতাবুলু আসল ২/১৮৯; রদ্দুল মুহতার ২/৫০৩

* জরুরত থেকে অবসর হওয়ার পর অযথা বিলম্ব করলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। -কিতাবুল আসল ২/১৮৪; রদ্দুল মুহতার৩/৫০৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৫

* অসুস্থতার কারণে মসজিদ থেকে চলে গেলে গুনাহ হবে না, তবে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। সুস্থ হলে একদিনের এ'তেকাফ কাযা করে নিতে হবে । -কিতাবুল আসল ২/১৮৪; রদ্দুল মুহতার ৩/৫০৫

* হজ্ব বা ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেও এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। তবে গুনাহ হবে না। -কিতাবুল আসল ২/১৮৮

* ফরজ গোসল ছাড়া অন্য কোন গোসলের জন্য বের হলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৫০১; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৫/২৮০ ; মারাকিল ফালাহ ৭০২

* ওযু থাকা অবস্থায় ওযুর জন্য বের হলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৫০১

* এক মসজিদে এ'তেকাফ শুরু করে অন্য মসজিদে চলে গেলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। -আলমুহিতুল বুরহানী; ৩/৩৮০; রদ্দুল মুহতার ৩/৫০৩

* সহবাস করলে কিংবা স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বন করার কারণে বীর্যপাত হলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। -কিতাবুল আসল ২/১৮৭; আদ্দুররুল মুখতার৩/৫০৯

* এ'তেকাফ একটি ইবাদত তাই টাকা দিয়ে এ'তেকাফ করানো জায়েয নেই।

এ'তেকাফের কাযা

* সুন্নত এ'তেকাফ শুরু করার পর পূর্বোল্লিখিত কোন কারণে এ'তেকাফ ভেঙে গেলে রোযা সহকারে কমপক্ষে একদিনের এ'তেকাফ কাযা করে নিবে।

* যেদিন ভেঙে যাওয়া এ'তেকাফ আদায় করার ইচ্ছা করবে তার আগের দিন সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে পরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ'তেকাফের যাবতীয় নিয়ম রক্ষা করে রোযা রেখে মসজিদে অবস্থান করবে।

* সুন্নত এ'তেকাফ ভেঙে যাওয়ার পর রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলোতে এ'তেকাফ করলে তা নফল বলে গণ্য হবে। তাই কেউ চাইলে এই দিনগুলোতে ভেঙে যাওয়া এ'তেকাফ আদায় করে নিতে পারেন।

* যে সব দিনে রোযা রাখা নিষেধ তা বাদ দিয়ে বছরের যে কোন দিন এ'তেকাফের কাযা আদায় করা যাবে।

যেসব কারণে এ'তেকাফ ভাঙেনা

* পেশাব, পায়খানা ও ফরজ গোসল করার জন্য বের হলে। -রদ্দুল মুহতার-৩/৫০১; কিতাবুল আসল ১/১৮৩

* স্বপ্নদোষ হলে এ'তেকাফ ভাঙে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৬

* নিকটস্থ টয়লেট ব্যবহার না করে দূরবর্তী টয়লেটে গেলে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৫০১

* ওযু ভেঙে গেলে ওযু করার জন্য বের হলে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৫০১

* পাঞ্জেগানা মসজিদে এ'তেকাফ করলে জুমার নামাযের জন্য বের হলে। এক্ষেত্রে পাঞ্জেগানা মসজিদ থেকে এমন সময় বের হবে যাতে করে জুমার মসজিদে পৌঁছে চার রাকাত সুন্নত পড়ে খুতবা শ্রবণ করা যায়। আর ফরয আদায়ের পর চার বা ছয় রাকাত সুন্নত পড়ে চলে আসবে। -কিতাবুল আসল ২/১৮৪; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৭৯; রদ্দুল মুহতার৩/৫০২

* মসজিদে খাবার এনে দেয়ার মত লোক না থাকলে খাবারের জন্য বের হলে। তবে এক্ষেত্রে এমন সময় বের হবে যখন খাবার প্রস্তুত হয়েছে বলে প্রবল ধারণা হবে। -আলবাহরুর রায়েক ২/৫৩০; ফা. মাহমুদিয়া ১৫/৩১৩; মারাকিল ফালাহ ৭০৪

* যে মসজিদে এ'তেকাফে আছে যদি সে মসজিদ ভেঙে যায় বা মসজিদ থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয় এবং বিলম্ব না করে সাথে সাথে অন্য মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে এ'তেকাফ ভাঙবে না। -কিতাবুল আসল ২/১৮৫; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৮০ ; রদ্দুল মুহতার৩/৫০৫

* বায়ু ত্যাগ করার জন্য মসজিদ থেকে বের হলে। -মারাকিল ফালাহ ৭০২ ; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৫/২৬৯

* রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে ফেললে যেহেতু রোযা ভাঙেনা তাই এ'তেকাফও ভাঙবে না। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৮০; কিতাবুল আসল ২/১৮৯

* বেহুঁশ বা অচেতন হয়ে পড়লে। -কিতাবুল আসল ২/১৮৯; ফা. হিন্দিয়া ১/২৭৬

এ'তেকাফ অবস্থায় যেসব কাজ মাকরুহ

* বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে পণ্য উপস্থিত করা। - আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫০৬

* পাঞ্জেগানা মসজিদে এতেকাফ শুরু করে জুমার নামাজের জন্য জুমার মসজিদে গিয়ে বাকি এ'তেকাফ সেখানে পূর্ণ করা। -রদ্দুল মুহতার ৩/৫০৩

* এ'তেকাফ অবস্থায়ও জরুরত ছাড়া মসজিদে লেনদেন করা মাকরুহ। -রদ্দুল মুহতার ৩/৫০৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৬

* ইবাদত মনে করে চুপ থাকা। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫০৭; ফা. হিন্দিয়া ১/২৭৬

* অযথা ও অনর্থক কথাবার্তা বলা। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫০৮

এ'তেকাফ অবস্থায় করণীয় বিষয়

* এ'তেকাফ অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকা ইবাদত নয়। তাই ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা চাই। যেমন, নফল নামায, সালাতুত তাসবীহ, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, দ্বীনী মুযাকারা, ধর্মীয় বইপত্র পাঠ করা, উলামায়ে কেরাম থাকলে তাদের থেকে দ্বীনী মাসায়েল শিখা এবং তাদের সোহবতকে গনীমত মনে করা।-আদ্দুররুল মুখতার ৩/৩০৮

মহিলাদের এ'তেকাফ

* মহিলাগণ ঘরের ভিতর নামাযের যে নির্দিষ্ট জায়গা আছে সেখানে এ'তেকাফ করবেন। নামাযের নির্দিষ্ট কোন জায়গা না থাকলে জায়গা নির্দিষ্ট করে নিবেন। মহিলাদের জন্য মসজিদে এ'তেকাফ করা মাকরুহে তাহরীমী। -কিতাবুল আসল ২/১৮৪; রদ্দুল মুহতার ৩/৪৯৪; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩৭৮

* প্রয়োজন ছাড়া মহিলাগণ এ'তেকাফের নির্দিষ্ট স্থান থেকে বের হতে পারবে না। বের হলে এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৪৯৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৪

* খাবার প্রস্তুত করে দেয়ার মত কেউ না থাকলে রান্না করার জন্য রান্নাঘরে যেতে পারবে। তবে রান্না শেষ হওয়া মাত্র এ'তেকাফের নির্দিষ্ট স্থানে চলে আসবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫০১

* হায়েয-নেফাস অবস্থায় যেহেতু রোযা রাখা যায় না তাই এ অবস্থায় এ'তেকাফ করা যাবে না। -রদ্দুল মুহতার ৩/৪৯৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৪

* স্বামী উপস্থিত থাকলে স্বামীর অনুমতি ছাড়া এ'তেকাফ করা জায়েয নেই। –কিতাবুল আসল২/১৯১

* এ'তেকাফ অবস্থায় সহবাস করা নাজায়েয। এর দ্বারা এ'তেকাফ ভেঙে যাবে। –কিতাবুল আসল২/১৮৭; -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫০৮

সদকায়ে ফিত্‌র

* কোন আযাদ বালেগ মুসলমান ব্যক্তির মালিকানায় যদি ঈদুল ফিত্‌রের দিন সুবহে সাদিকের সময় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা থাকে অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ টাকা, চেক,

ডলার ইত্যাদি অথবা ব্যবসার পণ্য থাকে অথবা তার মৌলিক প্রয়োজন অতিরিক্ত জায়গা-জমি থাকে কিংবা ঘরের এমন আসবাবপত্র থাকে যা সারা বছরেও ব্যবহার হয় না তাহলে তার উপর সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/৩৮৪; হেদায়া ১/২০৭

* যার নিকট নেসাব (অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ, অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা বা তার বাজার মূল্য) পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আছে তার উপর নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের নাবালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব। -কিতাবুল আসল ২/১৭৫; মাবসূত ৩/১১৬; হেদায়া ১/২০৮

* ঈদুল ফিত্‌রের দিন সুবহে সাদিকের পর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করতে হবে না। -হেদায়া ১/২১১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৪

* বালেগ সন্তানের সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা পিতার উপর ওয়াজিব নয়। তবে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। -কিতাবুল আসল ২/১৭৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৫; মাবসূত ৩/১১৬

* স্ত্রীর সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। তবে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাদের থেকে অনুমতি নিয়ে আদায় করা ভাল। -কিতাবুল আসল ২/২৭৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৫; মাবসূত ৩/১১৬

* নাতী-নাতনীর সদকায়ে ফিত্‌র দেয়া দাদার উপর ওয়াজিব নয়। ছেলে জীবিত থাক বা মৃত। -কিতাবুল আসল ২/১৭৭; রদ্দুল মুহতার ৩/৩৬৯

* যে ব্যক্তি বাবা-মা ও ছোট ভাই-বোনের খরচ বহন করে তার উপর বাবা-মা ও ছোট ভাই-বোনের সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব নয়। -কিতাবুল আসল ২/১৭৫

* স্বামী দরিদ্র ও স্ত্রী ধনী হলে, স্বামী ও নাবালেগ সন্তানদের সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব নয়। -কিতাবুল আসল ২/১৭৮

সদকায়ে ফিত্‌রের পরিমাণ

* সদকায়ে ফিত্‌রের পরিমাণের ক্ষেত্রে মৌলিক বস্তু পাঁচটি : গম, যব, খেজুর, কিশমিশ ও পনির।

* সরাসরি এসব বস্তু দ্বারা সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা কিংবা এগুলোর বাজার মূল্য সদকায়ে ফিত্‌র হিসাবে দেয়া উভয়টি জায়েয আছে। -মাবসূত ৩/১১৯ ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৩

* গম বা গমের আটা কিংবা ময়দা দ্বারা সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করতে চাইলে অর্ধ সা' অর্থাৎ ১৬৩৬ গ্রাম (প্রায়) গম আটা বা ময়দা অথবা তার সমপরিমাণ বাজার মূল্য দিতে হবে। **-কিতাবুল আসল ২/১৭৩**

* যব, খেজুর, কিশমিশ ও পনির দ্বারা সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করতে চাইলে এক সা' অর্থাৎ ৩ কেজি ২৭২ গ্রাম (প্রায়) যব, খেজুর, কিশমিশ, পনির অথবা তার সমপরিমাণ বাজার মূল্য দিতে হবে।

* গম বা তার মূল্য দিয়ে সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা আবশ্যক নয় বরং প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খেজুর, কিশমিশ, পনির কিংবা এগুলোর মূল্য দ্বারা সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করবেন।

* ফিত্‌রাযোগ্য খাদ্য-দ্রব্যের তুলনায় নগদ অর্থ দ্বারা সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা উত্তম। কারণ, টাকা-পয়সা দ্বারা মানুষ সব ধরণের প্রয়োজন সহজেই পূর্ণ করতে পারে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৩; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৩৭৬

যাদেরকে সদকায়ে ফিত্‌র দেয়া যাবে

* যার উপর সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব নয় তাকে সদকায়ে ফিত্‌র দেয়া যাবে। উল্লেখ্য, কিছু মানুষ এমন আছেন যাদের মালিকানায় যাকাত ফরয হয় পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্তু প্রয়োজন অতিরিক্ত এই পরিমাণ সম্পদ আছে যার কারণে সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হয় তাদেরকে যাকাত, সদকায়ে ফিত্‌র বা অন্য কোন ওয়াজিব সদকা দেয়া জায়েয নেই। যাদের মালিকানায় সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হয় পরিমাণ সম্পদও নেই তাদেরকে যাকাত, সদকায়ে ফিত্‌র ইত্যাদি দেয়া যাবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৩৭৯

* সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করার সময়কালে ব্যক্তি যে দেশে থাকবে সে দেশের মুদ্রা হিসাবে সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করতে হবে। - রদ্দুল মুহতার ৩/৩৫৯; ফাতাওয়া হাক্কানিয়্যা ৪/৪৫-৪৬

* বাবা-মা, দাদা- দাদী, নানা-নানী গরীব হলেও তাদেরকে সদকায়ে ফিত্‌র দেয়া জায়েয নেই। তদ্রূপ নিজ সন্তানাদি, নাতি-নাতনীদেরকেও সদকায়ে ফিত্‌র দেয়া জায়েয নেই। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৩৭৯

* স্বামী স্ত্রী একে অপরকে সদকায়ে ফিতর দেয়া জায়েয নেই। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৩৭৯ ; আলবাহরুর রায়েক ২/৪৪৬

* সদকায়ে ফিত্‌র আদায় সহীহ হওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত। তাই মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট, পুল ইত্যাদি নির্মাণের জন্য সদকায়ে ফিত্‌র দিলে তা আদায় হবে না। তদ্রূপ মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের জন্য সদকায়ে ফিত্‌র দেয়া জায়েয নেই।

* সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করার জন্য যদি কাউকে প্রতিনিধি বানানো হয়, অতপর প্রতিনিধির কাছ থেকে তা চুরি হয়ে যায় তাহলে সদকায়ে ফিত্‌র আদায় হবে না, পুনরায় সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করতে হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৭৭

* অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রোযা রাখতে না পারলেও নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করতে হবে। -ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহ ১৫৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৪

* একজনের সদকায়ে ফিত্‌র একাধিক ব্যক্তিকে দেয়া এবং একাধিক ব্যক্তির সদকায়ে ফিত্‌র একজনকে দেয়া জায়েয আছে। -আলমুহিতুল বুরহানি ৩/৩৮৭;, আলবাহরুর রায়েক ২/৪৪৬; কিতাবুল আসল ২/১৭৮

* অমুসলিমকে সদকায়ে ফিত্‌র দেয়া জায়েয নয়। -কিতাবুল আসল ২/১৮৯ মাবসূত ৩/১২৩

সদকায়ে ফিত্‌র কখন আদায় করবে

* ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা মুস্তাহাব। কোন কারণে এ সময় আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে অবশ্যই আদায় করতে হবে। -মাবসূত ৩/১২২ কিতাবুল আসল ২/১৭৬, ১৭৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৭৪

* ঈদের দু'একদিন পূর্বেও সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা জায়েয। **-মাবসূত ১/১২২; হেদায়া ১/২১১**

* রমযানের শুরুতে সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। তবে এত আগে দেয়া ঠিক নয়। -মাবসূত ৩/১২২; কিতাবুল আসল ২/২১০

* একসাথে একাধিক বছরের সদকায়ে ফিত্‌র দিয়ে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। -কিতাবুল আসল ২/২১০

যাকাত

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ 'পবিত্র হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া '। যাকাত আদায় করার দ্বারা যেহেতু অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হয়ে যায় তাই তাকে যাকাত বলা হয়। অথবা যাকাত আদায় করার দ্বারা যেহেতু অবশিষ্ট সম্পদে বরকত হয় তাই তাকে যাকাত বলা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত হলো : বিশেষ বিশেষ সম্পদের চল্লিশভাগের একভাগ নিজের সর্বপ্রকার সুবিধা ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন দরিদ্র মুসলমানকে মালিক বানিয়ে দেয়া।

যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয বিধান। কুরআনে কারীমের বহু স্থানে নামায কায়েম করার সাথে সাথে যাকাত প্রদানের আদেশ করা হয়েছে। এ থেকে ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তি যাকাতের বিধানকে অস্বীকার করে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

যাকাত আদায় করার ফায়দা

* যাকাত একটি ফরয বিধান। যাকাত আদায় করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হয়। আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾

অর্থ: .. 'এবং দোযখের লেলিহান আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এমন মুত্তাকী ব্যক্তিকে যে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য নিজ সম্পদ দান করে'। **- সূরা লাইল**

আয়াতে কারীমা থেকে বুঝা গেল–আল্লাহর পথে দান করা মুত্তাকী মানুষের বৈশিষ্ট এবং তা দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়।

* যাকাত আদায় করার দ্বারা কৃপণতা দূর হয়। মানব হৃদয়ে কৃপণতা এমন এক ব্যাধি যার কারণে অনেক অন্যায় ও অপরাধ সংঘঠিত হয় এবং কৃপণ ব্যক্তি বহুবিধ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। সঠিকভাবে যাকাত আদায় করার দ্বারা অন্তরের এই ব্যাধি নিরাময় হয়। অপরদিকে যারা কৃপণতা থেকে মুক্ত তাদের থেকে ঈছার (অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া) ও অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলী প্রকাশ পায় এবং তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ﴾

অর্থ: আর যারা স্বভাবগত কার্পণ্য থেকে মুক্তি লাভ করে, তারাই তো সফলকাম। **-সূরা হাশর, আয়াত, ৯**

* যাকাত ও অন্যান্য নফল সদকা আদায়ের মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾

অর্থ: সুতরাং যে ব্যক্তি দান করেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয় মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে আমি তার আরামপূর্ণ গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা সহজ করে দিব। সূরা লাইল, আয়াত: ৫-৭

* দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। কোন দরিদ্র দেশ বা সমাজে যদি সঠিকভাবে যাকাত আদায় করা হয় তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই সেখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমে যাবে।

যাকাত না দেয়ার ভয়াবহতা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)﴾

অর্থ: আর যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যায় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। যে দিন তা

দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর তা দ্বারা তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে এবং বলা হবে, এ হচ্ছে সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তার মজা ভোগ কর। সূরা তাওবা, আয়াত ৩৪-৩৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا { لا يحسبن الذين يبخلون } . الآية –البخاري

অর্থ: যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, কেয়ামতের দিন সে সম্পদ ভয়ালদর্শন বিষধর সাপরূপে উপস্থিত করা হবে এবং তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার উভয় চোয়ালে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, আমিই তোমার মাল আমিই তোমার পুঞ্জীভূত সম্পদ। অতপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম { لا يحسبن الذين يبخلون } আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী

১. মুসলমান হওয়া। কাফেরের উপর যাকাত ফরয নয়।
২. আকেল হওয়া। পাগলের উপর যাকাত ফরয নয়।
৩. বালেগ হওয়া। নাবালেগের উপর যাকাত ফরয নয়।
৪. আযাদ হওয়া। দাস-দাসীর উপর যাকাত ফরয নয়।
৫. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। (নেসাবের বিবরণ সামনে আসছে)

অতএব, কোন ব্যক্তি যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পূর্বে যাকাতের নিয়তে টাকা-পয়সা দান করে তাহলে তা যাকাত বলে গণ্য হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৩

৬. নেসাব পরিমাণ সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া। যেমন, সোনা-রুপা, টাকা পয়সা, ব্যবসার পণ্য ইত্যাদি। সুতরাং ঘর-বাড়ি, জায়গা-

জমি, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা না হয় তাহলে এগুলোর উপর যাকাত ফরয হবে না।

৭. ঋণ মুক্ত হওয়া। সুতরাং কোন ব্যক্তির যদি এই পরিমাণ ঋণ থাকে যে, ঋণ আদায় করার পর যাকাতের নেসাব অবশিষ্ট থাকবে না তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়।

যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

* নেসাব পরিমাণ সম্পদের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া। অর্থাৎ যেদিন নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে সেদিন থেকে চান্দ্রবর্ষ হিসাবে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যদি নেসাব বহাল থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে। অন্যথায় যাকাত ফরয হবে না।

যাকাত আদায় সহীহ হওয়ার শর্ত

* নিয়ত করা। নিয়ত ছাড়া যাকাত আদায় হবে না।

নিয়ত সংশ্লিষ্ট মাসায়েল

* উপযুক্ত ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করার সময় নিয়ত করবে । -আলবাহরুর- রায়েক ২/৩৬৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩২

* যাকাতের উদ্দেশ্যে সম্পদ আলাদা করার সময় যদি নিয়ত করে নেয় তাহলে আদায় করার সময় নিয়ত না করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। -আলবাহরুর রায়েক ২/৩৬৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩২

* যাকাতের নিয়তে সম্পদ আলাদা করার পর তা চুরি হয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় যাকাত দিতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/২২৫; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬১

* কোন গরীব ব্যক্তিকে কিছু দান করার পর উক্ত গরীব ব্যক্তি তা ব্যবহার করার পূর্বেই যদি দানকারী যাকাতের নিয়ত করে ফেলে তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/২২২, আলবাহরুর রায়েক২/৩৬৮

* কোন গরীব ব্যক্তিকে ঋণ দেয়ার পর যাকাতের নিয়তে তা কর্তন করলে যাকাত আদায় হবে না। -রদ্দুল মুহতার ৩/২২৬, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৭০

* যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মনের নিয়ত ধর্তব্য হয়। সুতরাং যাকাত দেয়ার সময় মুখে হাদিয়া ইত্যাদি শব্দ বললেও মনে মনে যাকাতের নিয়ত থাকলে যাকাতই আদায় হবে। -আলবাহরুর রায়েক ২/৩৭০

* চাষাবাদ বা বাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্যে যে জায়গা ক্রয় করা হয়েছে, যদি তা বিক্রি করার নিয়ত করা হয়, তাহলে শুধু নিয়ত করার দ্বারা তা ব্যবসার পণ্য হিসাবে গণ্য হবে না। এমনিভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যে বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে, শুধু নিয়তের দ্বারা তা ব্যবসার পণ্য হবে না। অতএব, যতক্ষণ এগুলো বিক্রি করা না হবে ততক্ষণ এগুলোর উপর যাকাত ফরয হবে না। বিক্রির পর বিক্রিত মূল্য নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত ফরয হবে। -কিতাবুল আসল ২/৯৮; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৬৫

* কোন ব্যক্তি যদি এই নিয়তে কোন বস্তু কিনে যে, এখন তা ব্যবহার করবে তবে ভাল দাম পেলে বিক্রি করে দিবে। এ ধরণের নিয়ত দ্বারা ক্রয়কৃত বস্তু ব্যবসার পণ্য হবে না এবং এর উপর যাকাত ফরয হবে না। -আল মুহিতুল বুরহানী ৩/১৬৮; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৪

* ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোন পণ্য ক্রয় করার পর যদি তা ব্যবহার করার ইচ্ছা করা হয় তাহলে তা ব্যবহারের বস্তু হিসাবে ধর্তব্য হবে। এর উপর যাকাত ফরয থাকবে না। এমনিভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিছু ক্রয় করার পর যদি তা ভাড়া দিয়ে দেয় তাহলে উক্ত বস্তুর ক্রয় মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে না। তবে প্রাপ্ত ভাড়া নেসাব পরিমাণ হলে ভাড়ার টাকার উপর যাকাত আসবে। -কিতাবুল আসল ২/৯৮; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৬৫: ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৪

* ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু ক্রয় করার পর যদি তাতে ব্যবসার নিয়ত করে তাহলে শুধু নিয়ত করার দ্বারা তা ব্যবসার পণ্য হবে না এবং এর উপর যাকাত ফরয হবে না। -কিতাবুল আসল ২/৯৮: ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৪

* ব্যবসার পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন ব্যবসার পণ্য ক্রয় করা হলে ক্রয়কৃত পণ্যও ব্যবসার মাল হিসাবেই ধর্তব্য হবে। ভিন্নভাবে ব্যবসার নিয়ত করা জরুরী নয়।- ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৪

* গরীব মিসকিনকে নফল দান করার জন্য কাউকে প্রতিনিধি বানানোর পর উক্ত ব্যক্তি তা গরীব মিসকিনকে দেয়ার পূর্বেই যদি দানকারী যাকাতের নিয়ত করে ফেলে, অতপর প্রতিনিধি তা গরীবদেরকে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। - ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬০

* মীরাছ সূত্রে পাওয়া সম্পদে ব্যবসার নিয়ত করার দ্বারা তা ব্যবসার পণ্যে রুপান্তর হবে না। তাই বিক্রি করার পূর্বে এগুলোর উপর যাকাত ফরয হবে না।-কিতাবুল আসল ১/১৬৫; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৪

যাকাতযোগ্য সম্পদ

যে সমস্ত সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয় তা মৌলিকভাবে পাঁচ প্রকার;

১. স্বর্ণ ।

২. রুপা ।

৩. টাকা-পয়সা এবং যে কোন দেশের প্রচলিত মুদ্রা।

৪. ব্যবসার পণ্য।

৫. সায়েমা পশু, যেমন- উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা যেগুলো বছরের অধিকাংশ সময় নিজেরাই মাঠে-ঘাটে চরে ফিরে খায়। আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৫৬

নেসাবের পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট মাসায়েল

* স্বর্ণের যাকাতের নেসাব বিশ মিছকাল। তোলা হিসাবে সাড়ে সাত তোলা। গ্রাম হিসাবে ৮৭. ৪৮ গ্রাম (প্রায়)। - কিতাবুল আসল ২/৯১; আল মুহিতুলবুরহানী ৩/১৫৬, আওযানে শরয়িয়্যাহ ৪৯

* রুপার যাকাতের নেসাব দুইশত দিরহাম। তোলা হিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা। গ্রাম হিসাবে ৬১২. ৩৬ গ্রাম (প্রায়)। - কিতাবুল আসল ২/৯১; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৫৬; আওযানে শরয়িয়্যাহ ৪৯

* স্বর্ণ ও রুপার মধ্য থেকে যেটিকে মূল ধরলে ফকীর-মিসকিনদের বেশী লাভ হয় সেটাকে মূল ধরতে হবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৫; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৬৩

* স্বর্ণ বা রুপা যে আকৃতিতেই থাকুক, তাতে ব্যবসার নিয়ত করুক বা না করুক, সর্বাবস্থায় নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত আদায় করা জরুরী। আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৫৬; কিতাবুল আসল ২/৯২

* কারো মালিকানায় যদি শুধু স্বর্ণ বা শুধু রুপা নেসাব পরিমাণ না থাকে; বরং কিছু স্বর্ণ ও কিছু রুপা থাকে, আর উভয়টি এই পরিমাণ থাকে যার

মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমান বা তারচে' বেশী তাহলে যাকাত ফরয হবে। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৫৭; কিতাবুল আসল ২/৯১

* টাকা, রিয়াল, ডলার ইত্যাদি মুদ্রা যদি এই পরিমাণ থাকে যা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমান বা তারচে' বেশী তাহলে যাকাত ফরয হবে।

* ব্যবসার পণ্য যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্যের বা তারচে' বেশী মূল্যের হয় তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৫৯; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৫

* কারো মালিকানায় যদি স্বর্ণ, রুপা, ব্যবসার পণ্য প্রত্যেকটি আলাদাভাবে নেসাব পরিমাণ না থাকে; বরং সবগুলো থেকেই কিছু কিছু থাকে এবং সবগুলোর সমষ্টিগত মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমান বা তারচে বেশী হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে। এমনিভাবে কারো নিকট যদি কিছু স্বর্ণ ও কিছু টাকা থাকে এবং স্বর্ণের মূল্য ও টাকা মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ বা তারচে' বেশী হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে। তদ্রুপ কারো কাছে কিছু রুপা ও কিছু টাকা আছে এবং রুপার মূল্য ও টাকা মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ বা তারচে' বেশী হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৫৭ ; কিতাবুল আসল ২/৯২

* সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা চাই নিজের কাছে থাকুক কিংবা ব্যাংক বা সমিতিতে থাকুক অথবা কোন ব্যক্তির নিকট আমানত বা ঋণ হিসাবে থাকুক, নেসাব পরিমাণ হলে সর্বাবস্থায় মালিকের উপর সেটার যাকাত আদায় করা ফরয। -কিতাবুল আসল ২/৯০

* ব্যাংকে যে কোন একাউন্টেই টাকা থাকুক নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। (যদিও হেফাজতের উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যাংকে টাকা রাখা জায়েয নেই)

* এমনিভাবে ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে জমা রাখা টাকা যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে।

* ব্যাংক বা ইন্সুরেন্স কোম্পানী যে সুদ দিয়ে থাকে তার উপর যাকাত ফরয হয় না। এমনিভাবে অন্যান্য হারাম সম্পদের উপরও যাকাত ফরয হয় না। কারণ, এ টাকায় গ্রহিতার মালিকানাই অর্জিত হয় নি। আর সুদের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, উক্ত টাকা যথাযথ মালিককে পৌঁছে দেয়া। এটা সম্ভব না হলে পূর্ণ টাকা গরীব মিসকিনকে সদকা করে দেয়া। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা পবিত্র তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন।

* প্রভিডেন্ট ফান্ডে বাধ্যতামূলক যে টাকা কেটে রাখা হয়–হস্তগত হওয়ার পূর্বে সে টাকার যাকাত দিতে হবে না এবং হস্তগত হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাতও দিতে হবে না; বরং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা হস্তগত হওয়ার পর ভিন্নভাবে বছর অতিবাহিত হলে অথবা অন্য সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে বছর অতিবাহিত হলে যাকাত আদায় করা ফরয হবে।

* প্রভিডেন্ট ফান্ডে স্বেচ্ছায় যে টাকা কাটানো হয় হস্তগত হওয়ার পূর্বে আসল ও লভ্যাংশ কোনটারই যাকাত দিতে হবে না। তবে টাকা হস্তগত হওয়ার পর সতর্কতাবশত মূল টাকার বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। কিন্তু বিগত বছরগুলোর লভ্যাংশের যাকাত আদায় করতে হবে না।

* শেয়ার হোল্ডার যদি কোম্পানির বার্ষিক ডিভিডেন্ড (লভ্যাংশ) গ্রহণ করার লক্ষ্যে শেয়ার ক্রয় করে থাকেন তাহলে শেয়ার অনুপাতে তিনি কোম্পানির যে পরিমাণ ফিক্সড্ এসেট্স তথা স্থায়ী সম্পত্তির মালিক তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য যদি পৃথকভাবে কিংবা অন্য সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। তবে কারো জন্য যদি কোম্পানির যাকাতযোগ্য সম্পদ ও অন্য সম্পদ শনাক্ত করা সম্ভব না হয় তাহলে তিনি সতর্কতামূলক পুরো শেয়ারের যাকাত মার্কেট ভ্যালু (বাজার দর) হিসাবে আদায় করবেন।

আর শেয়ার হোল্ডার যদি কেপিট্যাল গেইন অর্থাৎ শেয়ার বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে থাকেন, তাহলে সর্বাবস্থায় পুরো শেয়ারের যাকাত মার্কেট ভ্যালু (বাজার দর) হিসাবে আদায় করবেন। জাদীদ মায়ীশত, পৃষ্ঠা, ১১৩

* কারো মালিকানায় নেসাবের চেয়ে কম টাকা আছে, কিন্তু সে অন্যদের কাছে কিছু টাকা পায় যা মিলালে নেসাব পূর্ণ হবে। তার উপর যাকাত ফরয । - ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৭

যেসব বস্তুর উপর যাকাত আসে

* ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি ক্রয় করার পর যদি তা বাকিতে বিক্রি করে দেয়া হয় তাহলে পূর্ণ টাকা হস্তগত হওয়ার পর বিগত বছরের যাকাতও দিতে হবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৬

* নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অগ্রিম যাকাত আদায় করা জায়েয আছে। তদ্রুপ কয়েক বছরের অগ্রিম যাকাত আদায় করাও জায়েয। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/২২৫; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬২

* হিসাব করে যাকাত আদায় করার পর দেখা গেলো যতটুকু যাকাত ফরয হয়েছিলো তার চেয়ে বেশী আদায় করে ফেলেছে, অতিরিক্ত যা প্রদান করেছে তা আগামী বছরের অগ্রিম যাকাত হিসাবে ধরতে পারবে। - আলমুহিতুল বুরহানী ৩/২২৬; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬২

* পণ্য তৈরী করে বিক্রির উদ্দেশ্যে যে কাঁচামাল ক্রয় করা হয়েছে সেটারও যাকাত দিতে হবে। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৬৬

* পোষাক প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে যে সুতা, বুতাম, চেইন, বক্রম ইত্যাদি ক্রয় করা হয় যাকাতযোগ্য অন্যান্য সম্পদের সাথে তাও হিসাব করতে হবে। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৬৬; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৪

* যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায়ের পূর্বে যদি ঋণ গ্রহণ করে তাহলে তা যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দিতে পারবে না। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৬৬

যেসব বস্তুর উপর যাকাত আসে না

* নিত্য ব্যবহার্য বস্তু, যেমন- বসবাসের ঘর, পরিধানের কাপড়চোপড়, জুতা, খাটপালঙ্ক, টেবিল-চেয়ার, থালাবাসন, ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশন, ওভেন ইত্যাদি এসব বস্তুর যাকাত দেয়া লাগবে না। -কিতাবুল আসল ২/৯৭, বাদায়ে ২/৪০২

* ব্যবহারের গাড়ি যত দামিই হোক তার যাকাত দিতে হবে না। -কিতাবুল আসল ২/৯৭

* যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায়ের পূর্বেই যদি সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে যাকাত দিতে হবে না। -কিতাবুল আসল ১/৯৮; আল মুহীতুল বুরহানী ৩/১৮০

* ভাটায় ইট পোঁড়ানোর জন্য ক্রয়কৃত লাকড়ি, কেরোসিন ইত্যাদি নেসাব পরিমাণ হলেও এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৬৬; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৫

* পণ্য বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত প্যাকেট, ব্যাগ ইত্যাদি যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দিতে পারবে। - আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৬৬

* ব্যবসার উদ্দেশ্য না হলে কিতাবের উপর যাকাত ফরয হয় না; চাই তা যত বেশীই হোক না কেন। তবে কারো কাছে নেসাব পরিমাণ মূল্যের

অপ্রয়োজনীয় কিতাব থাকলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৩

* ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে যে বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে তার যাকাত দিতে হবে না। তবে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত টাকা নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত ফরয হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৪, বাদায়েউস সানায়ে ২/৪০৩; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৫

* জমিজমা, ঘরবাড়ি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও বহু মূল্যবান হলেও এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। তবে এগুলো যদি প্রয়োজনোতিরিক্ত হয় এবং এর মূল্য নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত ফিত্‌রা ইত্যাদি খেতে পারবে না। -কিতাবুল আসল২/৯৭ ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৫

* হোটেল, রেস্তোরা, রিসোর্ট ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয নয়। তবে এসব থেকে অর্জিত অর্থ নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত ফরয হবে। হাঁ, কেউ যদি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসব নির্মাণ করে থাকে তাহলে এগুলোর বাজারদরের উপর যাকাত ফরয হবে। - বাদায়েউস সানায়ে ২/৪০৩; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৫

* ভাড়ায় চালিত হেলিকপ্টার, বাস, ট্রাক, কার ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয নয়। তবে প্রাপ্ত ভাড়া নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। - ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৪, বাদায়েউস সানায়ে ২/৪০২; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৪

* দোকান ও দোকান সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে যে ডেকোরেশন করা হয় তার উপর যাকাত ফরয হয় না। শুধু বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত মালামালের উপর যাকাত ফরয হবে। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৬৬, বাদায়েউস সানায়ে ২/৪০৩;

* ডেকোরেটারের শামিয়ানা, চেয়ার-টেবিল, বাসনকোসন, জগ-গ্লাস, বড় বড় হাড়ি-পাতিল ইত্যাদির যাকাত দিতে হবে না। তবে এগুলো থেকে প্রাপ্ত ভাড়া নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত ফরয হবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/১৭৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৪, বাদায়েউস সানায়ে ২/৪০৩

* স্বর্ণ-রুপা ব্যতীত অন্য কোন ধাতু, যেমন– মণিমুক্তা, হিরা-পান্না, ইয়াকুত-জমরুদ ইত্যাদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হলে যাকাত ফরয হবে না। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/২৩০; কিতাবুল আসল ২/৯৭

* সোনা-রুপা অলংকারের আকৃতিতে হোক বা অন্য আকৃতিতে, ব্যবহার করা হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় যাকাত ফরয হবে। তদ্রূপ ব্যবহারের

কাপড়চোপড়, থালা-বাসন বা অন্য কিছুতে স্বর্ণ বা রুপার কারুকাজ থাকলে যাকাতযোগ্য অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে তা হিসাব করতে হবে। -কিতাবুল আসল ২/৯২

* নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যদি ঋণগ্রস্থ হয় এবং ঋণ বাদ দিলে যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে না। তবে কেউ যদি শিল্প বা উন্নয়নমূলক ঋণ গ্রহণ করে তাহলে দেখতে হবে তা দ্বারা কী ক্রয় করা হয়েছে? যদি যাকাতযোগ্য কোন বস্তু ক্রয় করা হয়ে থাকে তাহলে এই ঋণ যাকাতের হিসাব থেকে বাদ যাবে। উদাহরণত, এক ব্যক্তির নিকট দশ কোটি টাকা আছে। ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি দুই কোটি টাকা লোন নিলেন এবং এই দুই কোটি টাকা দিয়ে তিনি যাকাতযোগ্য কোন বস্তু যেমন– কাপড় বানানোর জন্য সুতা ক্রয় করলেন। ব্যবসার কাঁচামাল হওয়ার দরুণ যেহেতু এই সুতার উপর যাকাত ফরয হবে। তাই যাকাতের হিসাব করার সময় উক্ত ব্যক্তি লোনের এই দুই কোটি টাকা বাদ দিতে পারবে। কারণ, এক সম্পদের উপর দু'বার যাকাত ফরয হয় না।

আর যদি লোনের টাকা দ্বারা এমন বস্তু ক্রয় করা হয় যার উপর সরাসরি যাকাত ফরয হয় না তাহলে এমন ঋণ যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দেয়া যাবে না। যেমন, লোনের টাকা দিয়ে জায়গা ক্রয় করা হলো অথবা কোম্পানির জন্য মেশিনারী ক্রয় করা হলো তাহলে যাকাতের হিসাব থেকে এ ঋণ বাদ দেয়া যাবে না। -কিতাবুল আসল ২/৯০; জাদীদ মায়ীশাত ১১৪

* পাওনা টাকা হস্তগত হওয়ার পর পূর্বের বছরগুলোর যাকাতও দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম বছর যে পরিমাণ টাকা যাকাত হিসাবে ফরয হয়েছে দ্বিতীয় বছর যাকাত থেকে এ পরিমাণ টাকা বাদ দিতে পারবে। এভাবে তৃতীয় বছরের যাকাত থেকে প্রথম দুই বছর যে পরিমাণ টাকা ফরয হয়েছে তা বাদ দিতে পারবে। বাকি বছরগুলোর যাকাতের হিসাবও এভাবে করবে। যেমন– এক ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা কারো নিকট পাওনা ছিলো, চার বছর পর সে তা পেয়েছে। চার বছর এ টাকার যাকাত দেয়া হয়নি। টাকা হস্তগত হওয়ার পর সে এভাবে হিসাব করবে যে, প্রথম বছর পঞ্চাশ হাজারে শতকরা আড়াই পার্সেন্ট হিসাবে এক হাজার দুইশ পঞ্চাশ টাকা যাকাত ফরয হয়েছে। দ্বিতীয় বছর আটচল্লিশ হাজার সাতশ পঞ্চাশ টাকার উপর একহাজার দুইশ আঠারো টাকা পঁচাত্তর পয়সা যাকাত

ফরয হয়েছে। তৃতীয় বছর সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশ একত্রিশ টাকা পঁচিশ পয়সার উপর এগারশ আটাশি টাকা আটাশ পয়সা (প্রায়) যাকাত ফরয হয়েছে। চতুর্থ বছর ছিচল্লিশ হাজার তিনশ বিয়াল্লিশ টাকা সাতানব্বই পয়সার উপর এগারশ আটান্ন টাকা সাতান্ন পয়সা (প্রায়) যাকাত ফরয হয়েছে। সুতরাং চার বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর যাকাত ফরয হয়েছে, (৪৮১৫.৬) চার হাজার আটশ পনের টাকা ছয় পয়সা (প্রায়)। -কিতাবুল আসল ২/৯০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৪; রদ্দুল মুহতার ৩/২১০

* হজ্ব বা ওমরায় যাওয়ার জন্য যে টাকা জমানো হয়েছে, (চাই তা নিজের কাছে থাকুক বা অন্যের কাছে আমানত থাকুক, ফরয হজ্ব হোক বা নফল হজ্ব) হজ্ব বা ওমরা বাবদ তা খরচ করার পূর্বেই যদি যাকাতবর্ষ পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে সেটির যাকাত দিতে হবে। আল-মুহিতুলবুরহানী ৩/১৯১, রদ্দুল মুহতার ৩/২১২

* ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদির উদ্দেশ্যে জমানো টাকার উপর বছর পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে। -আলমুহিতুলবুরহানী ৩/১৯১, রদ্দুল মুহতার ৩/২১০

* স্ত্রীর মোহরানার টাকা যদি শ্রীঘ্রই আদায় করার ইচ্ছা থাকে তাহলে তা যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দেয়া যাবে। অন্যথায় বাদ দেয়া যাবে না। উল্লেখ্য, বিনা ওযরে মহর আদায়ে বিলম্ব করা ঠিক নয়। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/২৩৩

* মহিলাগণ মোহরানা পাওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে না; বরং নতুন করে বছর গণনা করবে। তবে যদি পূর্ব থেকেই নেসাবের মালিক হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য সম্পদের বছরপূর্তির সাথে সদ্যপ্রাপ্ত মহরের যাকাতও প্রদান করতে হবে। -বাদায়েউস সানায়ে ২/৪০০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৪; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৬

যাকাত কখন আদায় করবে

* যেদিন কোন ব্যক্তি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ = ৮৭.৪৮ গ্রাম (প্রায়) কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা = ৬১২.৩৬ গ্রাম (প্রায়) অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ টাকা-পয়সা বা ব্যবসার পণ্যের মালিক হয় সেদিন থেকে চান্দ্রবর্ষ (৩৫৪ দিন) হিসাবে একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর উপরোক্ত পরিমাণ বা তারচে' বেশী সম্পদ থাকলে যাকাত আদায় করবে । **-ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৬**

* যাকাত আদায়ের নির্ধারিত কোন মাস নেই। তাই যেদিন যাকাতবর্ষ পূর্ণ হবে সেদিন অথবা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাকাত আদায় করবে। বিনা ওযরে যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা ঠিক নয়। তবে মৃত্যুর পূর্বে যদি যাকাত আদায় করে নিতে পারে তাহলে যিম্মামুক্ত হয়ে যাবে।

* যাকাত একটি আর্থিক ইবাদত। যার যাকাতবর্ষ যেদিন পূর্ণ হয় সেদিন তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়। তাই যাকাতবর্ষের হিসাব রাখা অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় সঠিকভাবে যাকাত আদায় না হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে।

যাকাতবর্ষ কিভাবে গণনা করবে

* যেদিন কোন ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় সেদিনটি তার জীবনের বড় স্বরণীয় একটি দিন। শরীয়তের পরিভাষায় সেদিন থেকে এ ব্যক্তি ধনী এবং ধনী ব্যক্তির যাবতীয় হুকুম-আহকাম তার উপর প্রযোজ্য হবে। সেদিন থেকে চান্দ্রবর্ষ হিসাবে ঠিক এক বছর পর নিজের যাকাতযোগ্য যাবতীয় সম্পত্তি হিসাব করবে। যদি যাকাতযোগ্য সম্পদ নেসাব পরিমাণ বা তারচে' বেশী থাকে তাহলে যাকাতযোগ্য সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে। উদাহরণত, রজব মাসের তিন তারিখে কোন ব্যক্তি যাকাত পরিমাণ সম্পদের মালিক হলো। এই ব্যক্তি আগামী বছর রজবের তিন তারিখে তার যাকাতযোগ্য সমুদয় সম্পদ হিসাব করবে। যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে। আর যদি নেসাবের চেয়ে কম সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে না। তাই কোন্ দিন নেসাবের মালিক হলো এবং কোন্ দিন যাকাতবর্ষ পূর্ণ হলো– এই হিসাব রাখাটা খুবই জরুরী।

যদি এ হিসাব না রাখা হয় তাহলে ঠিকমত যাকাত আদায় না হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। উদাহরণত, কারো যাকাতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে পহেলা মুহাররম। আর সেদিন তার মালিকানায় এক কোটি টাকা ছিলো। সে হিসাবে তার উপর এ বছর আড়াই লাখ টাকা যাকাত ফরয হয়। কিন্তু তিনি যদি পহেলা মুহার্‌রম যাকাতের হিসাব না করে ২রা মুহার্‌রম হিসাব করেন আর ঘটনাক্রমে সেদিন তার কাছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা থাকে তাহলে তিনি তো পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হিসাবে সোয়া লক্ষ টাকা যাকাত আদায়

করাকে যথেষ্ট মনে করলেন। অথচ তার উপর ফরয হয়েছিলো আড়াই লক্ষ টাকা। যাকাতের বাকি সোয়া লক্ষ টাকা আদায় হলো না! আবার এমনও হতে পারে যে, বর্ষপূর্তির দিন তার সম্পদের দাম ছিলো এক কোটি টাকা। পাঁচদিন পর সম্পদের দাম কমে হলো সত্তর লক্ষ টাকা। এখন যদি পাঁচদিন পর যাকাতের হিসাব করা হয়, তাহলে ত্রিশ লক্ষ টাকার যাকাত অনাদায়ী থেকে যাবে। তাই কে কোন্ দিন যাকাতের নেসাবের মালিক হয়েছে তাকে অবশ্যই তা মনে রাখতে হবে এবং বছরান্তে সে দিনে যাকাতের হিসাব করতে হবে।

* কবে নেসাবের মালিক হয়েছে, একথা যদি নির্দিষ্ট করে মনে না থাকে এবং কোন তারিখের ব্যাপারে প্রবল ধারণাও না থাকে তাহলে যাকাত হিসাব করার জন্য তিনি নতুনকরে চান্দ্রবর্ষের একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে নিবেন এবং প্রতি বছর সে তারিখেই তিনি যাকাতের হিসাব করবেন।

* যাকাত হিসাব করার পর সেদিনই যাকাত আদায় করা আবশ্যক নয়; বরং যাকাত হিসাব করার পর ধীরে ধীরে তা আদায় করলেও চলবে। তবে ওযর ব্যতীত বেশী বিলম্ব করা ঠিক নয়। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৫৪

* কারো কারো ধারণা রমযান মাসেই যাকাত দিতে হয়। এ ধারণা ঠিক নয়। বরং যখনই যাকাতবর্ষ পূর্ণ হবে তখনই যাকাত আদায় করবে। হাঁ, পূর্বে আদায় না করে থাকলে রমযানেও আদায় করতে পারবে। আর যার যাকাতবর্ষ রমযানেই পূর্ণ হয়েছে তিনি রমযানে আদায় করবেন।

* নেসাবের মালিক হওয়ার পর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কেউ যদি অল্প অল্প করে যাকাতের নিয়তে টাকা-পয়সা দান করেন তাহলে তা যাকাত হিসাবে গণ্য করা সহীহ হবে। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৯১; কিতাবুল আসল ২/৯৭

* নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি তা নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে না। -কিতাবুল আসল ২/৮৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৬

* বছরের মাঝখানে যদি নেসাবের চেয়ে সম্পদ কমে যায় কিন্তু বছরপূর্তির দিন নেসাব পূর্ণ থাকে তাহলে যাকাত দিতে হবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৭

* বছরের শুরু বা শেষে যদি পূর্ণ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে পুনরায় নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর নতুনভাবে বছর গণনা করা শুরু করবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৫

যাকাত কিভাবে হিসাব করবে

* যাকাতবর্ষ পূর্তির দিন টাকা-পয়সা ও যাকাতযোগ্য সমুদয় সম্পদের মূল্য মিলে মোট কত টাকার মালিক তা হিসাব করে বের করবে। অতপর মোট টাকা থেকে ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা নেসাব পরিমাণ হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে। -কিতাবুল আসল ২/৯০

যাকাতের হিসাব থেকে যেসব ঋণ বাদ দেয়া যাবে

* স্বাভাবিক প্রয়োজনে গ্রহণকৃত ঋণ, দোকানের পাওনা, স্ত্রীর মহর যা শ্রীঘ্রই আদায়ের ইচ্ছা আছে, কারো সম্পদ নষ্ট করার কারণে যে জরিমানা আবশ্যক হয়েছে ইত্যাদি, শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো ঋণ। যাকাতের হিসাব থেকে তা বাদ দেয়া যাবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৭

* বাকিতে যে সমস্ত বস্তু ক্রয় করা হয়েছে যাকাতের হিসাব থেকে তা বাদ দেয়া যাবে। উদাহরণত, চাষাবাদের জন্য একব্যক্তি ১০ লক্ষ টাকায় একটি জমি ক্রয় করলো এবং চুক্তি করলো ৫ লক্ষ টাকা এখন দিবে আর বাকি টাকা ছয় মাস পর পরিশোধ করবে। এদিকে চুক্তির এক মাসের মাথায় ক্রেতার যাকাতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গেছে। যাকাতের হিসাবের সময় জমির অনাদায়ী ৫ লক্ষ টাকা বাদ দিতে পারবে। -ফাতাওয়া কযীখান ১/১৫৭

* কর্মচারীদের বেতন, গুদাম ভাড়া, বাড়ি ভাড়া, গ্যাস বিল, বিদ্যুত বিল, টিউশন ফি ইত্যাদি ঋণের হুকুমে। যাকাতের হিসাব করার সময় তা বাদ দিতে পারবে।

* স্বাভাবিক প্রয়োজনে কিস্তিতে যে প্লট, ফ্ল্যাট, গাড়ি ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে যদি তা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়ে থাকে কিংবা বিক্রির সময় বিক্রেতার মালিকানায় তা এমন অবস্থায় থাকে যে, ইচ্ছা করলে তা হস্তান্তর করা সম্ভব, যেমন– প্লটের সীমানা নির্ধারণ করা আছে, নির্দিষ্ট তলায় ফ্ল্যাট ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় আছে, গাড়ি বিক্রেতার কাছে বিদ্যমান আছে ইত্যাদি, তাহলে প্লট, ফ্ল্যাট, গাড়ি ইত্যাদির মূল্য ক্রেতার যিম্মায় ঋণ বলে গণ্য হবে। যাকাতবর্ষ পূর্তির দিন বিগত বছরের কোন কিস্তি যদি বাকি থাকে, যাকাতের হিসাব থেকে তা বাদ দিতে পারবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যে কিস্তিগুলো আদায় করতে হবে সেগুলোর ব্যাপারে

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের মতামত হলো, অন্যান্য ঋণের ন্যায় সামনের কিস্তিগুলোও যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দিতে পারবে। তবে পরবর্তী অনেক ফুকাহায়ে কেরামের মতে এই জাতীয় ঋণ যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দেয়া যাবে না। উদাহরণত, প্রতি মাসে কিস্তি পরিশোধ করার শর্তে ৪০ লক্ষ টাকায় কিস্তিতে একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করা হলো। যাকাতবর্ষ পূর্তির দিন পর্যন্ত ২৮ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আরো ১২ লক্ষ টাকা বাকি আছে, যেগুলো কিস্তি হিসাবে পর্যায়ক্রমে আদায় করতে হবে। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের মত অনুযায়ী যাকাতের হিসাব করার সময় উক্ত ১২ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে বাদ দিতে পারবে। আর পরবর্তী অনেক ফুকাহায়ে কেরামের মত অনুযায়ী উক্ত ১২ লক্ষ টাকা যেহেতু এখনই পরিশোধ করতে হবে না তাই যাকাতের হিসাব থেকে তা বাদ দিতে পারবে না। উপরোক্ত উভয় মত বিবেচনায় সতর্কতামূলক এই ১২ লক্ষ টাকার যাকাত আদায় করা সংগত মনে হয়।

- শরহু মুখতাসারুত তাহাবী ২/২৪৯; ফাতাওয়া কাযীখান ১/২৫৪-২৫৫; বাদায়েউস সানায়ে ২/৮৩; ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ১/৮৪; তাবয়ীনুল হাকায়িক;২/ ফাতাওয়া সিরাজিয়্যা ১৪৩; ফাতহুল ক্বদীর ২/১৭৩; মাজমাউল আনহুর ১/২৬০; তাতারখানিয়া ৩/২৩৫-৩৬; আলবাহরুর রায়েক ৩/৩৫৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭২; তাহতাবী আলাদ্দুর ১/৩৯১; রদ্দুল মুহতার ৩/১৮৭; আলমাওসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যা ২৩/২৪৭; ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৮-৯; ইমদাদুল আহকাম ৩/২৮; ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৪৬; ফাতাওয়া হাক্কানিয়্যা ৩/৪৯৯; আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৫১; ফাতাওয়া উসমানী ২/৭০; ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ১০/৩৭৮; কিতাবুন নাওয়াযেল ৬/৬২০; জাদীদ ফিকহী মাসায়েল ১/২১৩

পাওনা টাকার যাকাত

* করযে হাসানা হিসাবে যে টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে সে টাকার মালিক যেহেতু ঋণদাতা তাই তিনিই এ টাকার যাকাত আদায় করবেন। তবে টাকা ফেরত পাওয়ার পূর্বে ঋণদাতার উপর ঐ টাকার যাকাত আদায় করা জরুরী নয়। যদি কয়েক বছর পর টাকা ফেরত পায় এবং পূর্বের বছরগুলোতে এই টাকার যাকাত আদায় না করে থাকে তাহলে টাকা ফেরত পাওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাতও আদায় করতে হবে। -কিতাবুল আসল ২/৯০

* কাউকে ঋণ দেয়ার পর যদি ঋণগ্রহীতা তা অস্বীকার করে, আর ঋণদাতার কাছে এ ব্যাপারে কোন দলীল-প্রমাণ না থাকে তাহলে এই টাকার যাকাত আদায় করতে হবে না। ভবিষ্যতে কখনো যদি টাকা ফেরত পায় তাহলে বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে না। -ফাতওয়া কাযীখান ১/১৫৮

* ব্যবসার-পণ্য বাকিতে বিক্রি করার পর পণ্যের মূল্য উসূল করার পূর্বেই যদি বিক্রেতার যাকাতবর্ষ পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে পণ্যের মূল্য বাবদ যত টাকা পায় যাকাতের হিসাবের ক্ষেত্রে তা ধর্তব্য হবে। বিক্রেতা ইচ্ছা করলে এখনও এর যাকাত আদায় করতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে টাকা উসূল হওয়ার পরও আদায় করতে পারেন। তবে কয়েক বছর পর টাকা উসূল হলে বিগত বছরগুলোর যাকাতও আদায় করতে হবে। -কিতাবুল আসল ২/৯৬-৯৭; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/২০৫

* বাড়ি ভাড়া হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করতে হবে না। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৬

* যাকাতের পণ্য যেখানে থাকবে যাকাত হিসাব করার সময় সে স্থানে উক্ত পণ্যের দাম ধরে যাকাত হিসাব করতে হবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৫; আদ্দুররুল মুখতার ৩/২৫১

* চাষাবাদ বা বাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্যে যে জায়গা ক্রয় করা হয়েছে কোন প্রয়োজনে যদি তা বিক্রি করা হয় তাহলে বিক্রিত জায়গার টাকা হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত দিতে হবে না। -কিতাবুল আসল ২/৯৪; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৬

* ব্যবহারের জন্য কোন বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি ক্রয় করার পর যদি তা বিক্রি করে ফেলে সেক্ষেত্রেও টাকা হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করতে হবে না। -কিতাবুল আসল ২/৯৪; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৬; বাদায়েউস সানায়ে ৩/৪০০

* মীরাছসূত্রে প্রাপ্ত জমি-জমা, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি বিক্রি করে ফেললেও একই হুকুম- টাকা হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করতে হবে না। -বাদায়েউস সানায়ে ৩/৪০০; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৪

* কোন গরীব ব্যক্তিকে ঋণ দেয়ার পর যদি সে তা আদায়ে টালবাহানা করে বা আদায়ে অক্ষম হয় তাহলে যাকাত বাবদ তা কর্তন করা যাবে না।

এ ক্ষেত্রে এই পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে যে, প্রথমে উক্ত ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে ঋণের সমপরিমাণ যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দিবে। অতপর তাকে ঋণ পরিশোধ করতে আদেশ দিবে। সে স্বেচ্ছায় না দিলে জোরপূর্বক তার থেকে নিজের পাওনা পরিমাণ টাকা নিয়ে নেয়া যাবে । -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৩৪৩

* নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কোন সম্পদ অর্জিত হয় তাহলে এই নতুন অর্জিত সম্পদের উপর পৃথকভাবে বছর পূর্ণ হওয়া জরুরী নয়; বরং বছরশেষে সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে। যেমন একব্যক্তি মুহার্‌রমের এক তারিখে এক লক্ষ টাকার মালিক হলো, আগামী বছর মুহার্‌রমের এক তারিখে তার যাকাতবর্ষ পূর্ণ হবে। কিন্তু যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সময়ে তার মালিকানায় আরো এক লক্ষ টাকা আসলো। এখন যাকাতবর্ষ পূর্তির দিন যদি তার মালিকানায় দুই লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহলে দুই লক্ষ টাকার যাকাত দিতে হবে। - বাদায়েউস সানায়ে, ২/৪১০; কিতাবুল আসল ২/৮৯

যাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে

* যার মালিকানায় নেসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ নেই, তদ্রূপ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্য কোন সম্পদও নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে। মোটকথা যাদের উপর সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব নয় তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৩৪

* স্ত্রীর বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা, খালা যাকাতের উপযুক্ত হলে তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে।

* সৎ মা, ছেলের স্ত্রী, মেয়ের জামাই যদি যাকাতের উপযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৪৪

* নেসাবের মালিক কোন ব্যক্তি যদি স্বাভাবিক প্রয়োজনে এই পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে যে, ঋণ বাদ দিলে তার উপর সদকায়ে ফিত্‌রও ওয়াজিব হবে না, তাকে যাকাত দেয়া যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৪১

* ৪৮ মাইল বা তারচে' বেশী দূরত্বে সফররত অবস্থায় কোন ধনী ব্যক্তির যদি অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তাকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/২১৮

* ধনী ব্যক্তির স্ত্রী দরিদ্র হলে এবং প্রয়োজন থাকলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। - ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৪

* ধনী ব্যক্তির বালেগ সন্তান গরীব হলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৪৯

* নিজের ভাই-বোন, ভাগিনা, ভাতিজা, চাচা, ফুফু, মামা, খালা যাকাতের উপযুক্ত হলে তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয। এমনিভাবে তাদের সন্তানরা গরীব হলে তাদেরকেও যাকাত দেয়া যাবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৪

* কারো মালিকানায় যদি এক মাসের খাদ্য থাকে যার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমান, কিন্তু তার মালিকানায় নেসাব পরিমাণ প্রয়োজন অতিরিক্ত অন্য কোন সম্পদ নেই তাহলে তাকেও যাকাত দেয়া যাবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৩

* গরীব ব্যক্তির নাবালেগ সন্তান যদি বুঝমান হয় তাহলে তার হাতে যাকাত দেয়া যাবে। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/২১৪; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৪

* স্বামী নেই অথবা স্বামী দরিদ্র এমন ধনী মহিলার নাবালেগ সন্তানকে যাকাত দেয়া যাবে। -আলমুহিতুল বুরহানী ২/২১২; রদ্দুল মুহতার ৩/২৫০

* কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারো নিকট নেসাব পরিমাণ টাকা পায় কিন্তু তা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পাবে না। এদিকে তার কাছে সংসারের প্রয়োজন মিটানোর মত টাকা নেই– এমন ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন পরিমাণ যাকাতের টাকা গ্রহণ করা জায়েয। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৩

* কাউকে যদি বণ্টনের জন্য যাকাতের টাকা দেয়া হয় তাহলে বণ্টনকারী নিজের গরীব ছেলে-মেয়ে বা স্ত্রীকে তা থেকে দিতে পারবে। তবে দাতা যদি নির্দিষ্ট করে কাউকে যাকাত দেয়ার কথা বলে তাহলে বণ্টনকারী তাকেই দিতে বাধ্য। অন্য কাউকে দিতে পারবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫১ রদ্দুল মুহতার ৩/২২৪

* যাকে যাকাত প্রদান করা হবে তাকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। এবাহাত অর্থাৎ মালিক বানানো ব্যতীত শুধু ব্যবহার করার অনুমতি দিলে যাকাত আদায় হবে না। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৪১

যাদেরকে যাকাত দেয়া উত্তম

* আপন ভাই-বোন, চাচা, ফুফু, মামা, খালা, যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হলে তাদেরকে যাকাত দেয়া উত্তম। এমনিভাবে তাদের সন্তানরা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হলে তাদেরকেও যাকাত দেয়া যাবে। উল্লেখ্য, যাকাত দেয়ার সময় মনের নিয়তই যথেষ্ট। যাকাতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। -আলমুহিতুল বুরহানী ৩/২১৮; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬১

* মাদ্রাসার গরীব ছাত্রদেরকে যাকাতের টাকা দেয়াও উত্তম। এতে দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যাবে। এক তো যাকাতের ছওয়াব। দ্বিতীয়ত, দ্বীনি ইলম শিক্ষা ও তার প্রচার-প্রসার করা এবং দ্বীন হেফাযত করার সহযোগিতার ছওয়াব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ۞ وتعاونوا على البر والتقوى ۞ অর্থ: ''তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার বিষয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করো।'' -সূরা মায়েদা, আয়াত নং ২; কিতাবুন নাওয়াযেল ৭/১৪১

* এমনিভাবে যে সব দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এতিম ও গরীবদেরকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া এবং তাদের অন্যান্য প্রয়োজন পূর্ণ করার লক্ষ্যে 'গোরাবা ফান্ড' আছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে যাকাতের টাকা দিলেও দ্বিগুণ ছওয়াব লাভের আশা করা যায়। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে যাকাতের টাকা দিলে যাকাতের কথা উল্লেখ করে দিবে; যাতে করে ছহীহ খাতে ন্যায়ানুগভাবে তা ব্যয় করা যায়। - সূরা মায়েদা. আয়াত ৩ কিতাবুন নাওয়াযেল ৭/১৪১

* দ্বীনদার দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা দেয়া উত্তম। দ্বীনদার নয় এমন কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যদি প্রবল আশংকা থাকে যে, সে এ টাকা গুনাহর কাজে ব্যয় করবে তাহলে তাকে যাকাত দেয়া উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ۞ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۞ অর্থ: 'পাপ ও সীমালংঘনের ক্ষেত্রে তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করোনা।' -সূরা মায়েদা, আয়াত নং ২; আদ্দুররুল মুখতার৩/৩৫৬

* ঋণগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া উত্তম অন্য দরিদ্রদের তুলনায়। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৪

যাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না

* যার মালিকানায় যাকাতযোগ্য নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্তু প্রয়োজন অতিরিক্ত অন্য সম্পদ এই পরিমাণ আছে যার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমান, এমন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয নয়। কিন্তু তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। উদাহরণত, এক ব্যক্তির মালিকানায় প্রয়োজনাতিরিক্ত এক বিঘা জমি আছে, যার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমান। এমন ব্যক্তির উপর যাকাত তো ফরয নয়। কিন্তু তাকে যাকাত দেয়াও যাবে না। তার উপর সদকায়ে ফিত্‌র, কোরবানী ওয়াজিব। আল-মুহিতুল বুরহানী ৩/২১৭ ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫১

* যার উপর সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।

* কোন অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া যাবে না। দিলে তা আদায় হবে না। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৫৩; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৪

* নিজের বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী অর্থাৎ যারা তার জন্মের উৎস তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। তদ্রূপ ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি সহ অধস্তনদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৪৪; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/২১২; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৪

* স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দিতে পারবে না। এমনকি যে মহিলাকে তিন তালাক বা তালাকে বায়েন দেয়া হয়েছে, ইদ্দত পালনরত অবস্থায় তাকেও যাকাত দেয়া যাবে না। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৪৫; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/২১২

* ধনী ব্যক্তির নাবালেগ সন্তানকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৩; রদ্দুল মুহতার ৩/৩৫০

* প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ, রাস্তাঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি জনকল্যানমূলক খাতে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৪২

* মসজিদে যাকাতের কোন খাত নেই। তাই মসজিদে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৪২; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/২১২

* কোন টিভি চ্যানেল বা রেডিও চ্যানেলকে যাকাতের টাকা দেয়া জায়েয নেই। কেননা, কোরআনে কারীমে যাকাতের খাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর টিভি বা রেডিও চ্যানেল যাকাতের কোন খাতের মধ্যেই

পড়ে না। তাছাড়া যাকাতের টাকা উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দিতে হয়। উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে গরীব কোন ব্যক্তিকে মালিক বানানো হয় না। তাই রেডিও বা টিভি চ্যানেলকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না।-ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫০

* মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ও তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে তার পরিবাবের গরীব কাউকে যাকাতের টাকা দিবে। অতপর সে মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৪২; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/২১২

* ভেবে-চিন্তে যাকাতের উপযুক্ত মনে করে কাউকে যাকাত দেয়ার পর যদি প্রকাশ পায় যাকে যাকাত দেয়া হয়েছে, সে ধনী অথবা যাকাতের উপযুক্ত ছিল না তাহলে পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে না। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৫৪; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৪

* সাধারণভাবে একজনকে নেসাব পরিমাণ বা তারচে' বেশী যাকাতের টাকা দেয়া মাকরুহ। তবে সেব্যক্তি যদি এই পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হয় যে, ঋণ পরিশোধ করলে তার নিকট নেসাব পরিমাণ টাকা অবশিষ্ট থাকবে না তাহলে তাকে নেসাব পরিমাণ বা তারচে' বেশী টাকা দেয়া জায়েয হবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৫৫, আল-মুহিতুল বুরহানী ৩/২১২; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৪

* এমনিভাবে কারো পরিবারে যদি সদস্য বেশী হয় এবং প্রত্যেককে বন্টন করে দিলে নেসাব অবশিষ্ট থাকবে না। তাহলে তাকে নেসাব পরিমাণ বা তারচে' বেশী টাকা দেয়া জায়েয। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৫৫, আল-মুহিতুল বুরহানী ৩/২১২

* একজনকে এই পরিমাণ যাকাতের টাকা দেয়া উত্তম যা দ্বারা কমপক্ষে তার একদিনের প্রয়োজন পূর্ণ হয়। তদ্রূপ যাকাত প্রদানের সময় তার প্রয়োজন ও পরিবারের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা উত্তম। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৫৮; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৪

* যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে সোনা-রুপা, টাকা-পয়সার পরিবর্তে অন্য কোন জিনিস, যেমন– কাপড়চোপড়, খাবারদাবার, কাঁথা-বালিশ, কিতাবাদি ইত্যাদি কিনে মালিক বানিয়ে দেয়া জায়েয। তবে নগদ টাকা দেয়াই উত্তম। -রদ্দুল মুহতার ৩/৩৫০; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬০

* কোন গরীব ব্যক্তিকে যদি মোটা অংকের যাকাত দেয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে একবারে তাকে নেসাব পরিমাণ টাকা দিবে না; বরং অল্প টাকা দিবে। তা শেষ হয়ে গেলে আবার দিবে। এভাবে যত প্রয়োজন ধাপে ধাপে দিতে পারবে।

যাকাত সংক্রান্ত আরো কিছু মাসায়েল

* যাকাতবর্ষ পূর্তির দিন পণ্যের যে বাজারদর থাকে তার ভিত্তিতে যাকাত হিসাব করতে হবে। -কিতাবুল আসল ২/৮৯; আলমুহিতুল বুরহানী ৩/১৬৪

* যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় করার পূর্বেই মারা গেলে যাকাত পরিমাণ সম্পদ ঋণ হিসাবে গণ্য হবে না। সুতরাং অন্যান্য ঋণের ন্যায় তা আদায় করা আবশ্যক নয়। তবে মৃত ব্যক্তি যদি তা আদায়ের ওসিয়ত করে যায় তাহলে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তা পরিশোধ করা জরুরী। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৮

* 'এডভান্স মানি' যদি অগ্রিম ভাড়া হিসাবে প্রদান করা হয় তাহলে এর যাকাত বাড়ির মালিক দিবে। আর যদি জামানত হিসাবে প্রদান করা হয় তাহলে এর যাকাত ভাড়াটিয়া দিবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৫৬

* যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধি যাকাত হস্তগত করার পূর্বে যাকাত আদায় হবে না। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৬৪

* যাকাতদাতা যদি নিজ থেকে কারো ব্যাংক বা মোবাইল একাউন্টে (যেমন, বিকাশ, রকেট, নগদ ইত্যাদি) টাকা পাঠায় এবং যাকাতগ্রহীতাকে সেখান থেকে টাকা উঠিয়ে নেয়ার জন্য বলে তাহলে গরীব ব্যক্তি নিজে অথবা তার কোন প্রতিনিধি টাকা হস্তগত করার পূর্বে যাকাত আদায় হবে না।

* যাকাতের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি নিজের ব্যক্তিগত মোবাইল একাউন্টে (বিকাশ ইত্যাদি নম্বরে) টাকা পাঠাতে বলে, অতপর যাকাতদাতা উক্ত নাম্বারে টাকা পাঠায় এবং যাকাত গ্রহীতা নিজ একাউন্টে (নাম্বারে) টাকা পেয়ে যায় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এমনিভাবে যাকাতের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারো একাউন্টে (বিকাশ ইত্যাদি নাম্বারে) টাকা পাঠাতে বলে, আর যার একাউন্ট নম্বর দেয়া হয়েছে তাকে

টাকা গ্রহণ করতে বলে রাখে, অতপর উক্ত ব্যক্তি তার একাউন্টে টাকা পেয়ে যায় তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

* যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তি যদি নিজ থেকে কোনো একাউন্টে (নম্বরে) টাকা পাঠাতে বলে তাহলে টাকা পাঠানোর খরচ যাকাত থেকে কেটে রাখা যাবে। আর যদি যাকাতদাতা নিজে থেকেই কোন একাউন্ট নম্বরে টাকা পাঠায় এবং যাকাতগ্রহীতাকে তা উঠিয়ে নিতে বলে তাহলে খরচের টাকা যাকাতদাতা বহন করবে।

রোযার ঈদ

আরবী ভাষায় ঈদ অর্থ আনন্দ। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে বছরে দুটি ঈদ দান করেছেন: ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা। হযরত আনাস রা. বলেন,

قدم رسول الله - ﷺ - المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر"

অর্থ: রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় এলেন। মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন বছরে দু'দিন আনন্দ উৎযাপন করার প্রচলন ছিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এই দু'দিনের (বিশেষত্ব) কী? (যে, তোমরা তাতে আনন্দ উৎযাপন করো!) তাঁরা বললেন, 'জাহিলী যুগে আমরা এই দু'দিন আনন্দ-ফুর্তি করতাম।' রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উক্ত দু'দিনের পরিবর্তে এরচেয়ে কল্যাণকর দু'দিন দান করেছেন: ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।'- সূনানে আবূ দাউদ; ১১৩৪

মুসলমানগণ বছরের এ দু'দিন আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। ঈদুল ফিত্‌রে রমযান মাস প্রাপ্তি ও পুরো মাস রোযা রাখতে পারার আনন্দ। আর ঈদুল আযহায় কুরবানী করার আনন্দ! ঈদের দিন সকালে গোসল করে ভাল কাপড় পরিধান করে তাকবীর বলতে

বলতে ঈদগাহে যাওয়া এবং সকলে মিলে একসাথে ঈদের নামায আদায় করার আনন্দ!

আল্লাহ তা'আলা ঈদের রাতে ইবাদত করার বিশেষ ফযীলত রেখেছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من أحيا ليلة عيد الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

অর্থ: যে ব্যক্তি ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করে, যেদিন অন্তরসমূহ মৃত্যুবরণ করবে সেদিন তার অন্তর মরবে না। তাই দুই ঈদের রাতে ইবাদত-বন্দেগী করা মুস্তাহাব। ইমাম নববী রহ. বলেন,

يستحب إحياء ليلتي العيد بالذكر والصلاة وغيرهما

অর্থাৎ, দুই ঈদের রাতে যিকির সালাত ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করা মুস্তাহাব। -ফয়যুল কাদীর, হাদীস নং ৮৩৪৩; আলআযকার

ঈদের দিনের মুস্তাহাব কিছু আমল

* আগ্রহের সাথে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে ঈদের দিন তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা মুস্তাহাব। -হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী ৫৩০

* ঈদের দিন সকালে মিসওয়াক করা, গোসল করা, উত্তম কাপড় পরিধান করা (তা সাদা বা নতুন হওয়া জরুরী নয়) ও সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। তদ্রূপ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় অন্য কিছু খাওয়া মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খেজুর খেতেন এবং তা বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৯০৩; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫৫; গুনয়াতুল মুতামাল্লি ৫৬৬

* যাদের উপর সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব তাদের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা মুস্তাহাব। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫৪; বাহর ২/২৭৭

* পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া এবং এক রাস্তায় যাওয়া ও অন্য রাস্তায় ফিরে আসা মুস্তাহাব। - আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫৬; গুনয়াতুল মুতামাল্লি ৫৬৬

* ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পথে মনে মনে তাকবীরে তাশরীক বলা এবং ঈদুল আযহার দিন উচ্চ আওয়াজে তাকবীরে তাশরীক বলা মুস্তাহাব। –রদ্দুল মুহতার ৩/৫৭-৫৮; গুনয়াতুল মুতামাল্লি-৫৬৬

* ঈদের দিন এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সাক্ষাৎ হলে সালামের পর বলবে: تقبل الله منا ومنكم অর্থ: আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে কবুল করুন । -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫৬

ঈদের নামায

* প্রত্যেক মুসলমান, সুস্থমস্তিষ্কের অধিকারী, বালেগ, মুকীম (মুসাফির নয়) পুরুষের উপর ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১১৪; রদ্দুল মুহতার ৩/৫১; গুনয়াতুল মুতামাল্লি ৫৬০

* মহিলাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। -কিতাবুল আসল ১/৩২৩; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১১৪; তাতারখানিয়া ২/৬১৪

* ঈদের নামায সহীহ হওয়ার জন্য শহর বা শহরতলী হওয়া শর্ত। সুতরাং লঞ্চ বা জাহাজে ঈদের নামায সহীহ হবে না। উল্লেখ্য, আমাদের দেশের প্রায় সব গ্রামই আগেকার শহর বা শহরের মত। তাই প্রায় সব গ্রামেই ঈদের নামায সহীহ হবে।- রদ্দুল মুহতার ৩/৫১০

* ঈদের নামায এমন স্থানে আদায় করা জরুরী যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশের সাধারণ অনুমতি থাকে। সুতরাং ঘরের ভিতর–যেখানে বহিরাগতদের প্রবেশের অনুমতি নেই–ঈদের নামায সহীহ হবে না। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১১৪ ; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫১

* ঈদের নামায সহীহ হওয়ার জন্য 'জামাত' শর্ত। -রদ্দুল মুহতার ৩/৫১

* ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া সুন্নত। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫৫; গুনয়াতুল মুতামাল্লি ৫৭১; আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৮

* বিনা ওজরে মসজিদে ঈদের নামায পড়া মাকরুহ। -কিফায়াতুল মুফতি ৩/২৮৩

* জুমার দিন ঈদ হলে ঈদের নামায ও জুমার নামায উভয়টিই পড়া আবশ্যক। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫১; গুনয়াতুল মুতামাল্লি ৫৬৫

* ওযু করতে গেলে ঈদের জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা হলে তায়াম্মুম করে ঈদের নামায আদায় করা যাবে। - কিতাবুল আসল ১/৩২০; ফা. কাযীখান ১/১১৫

* ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে বা ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরুহে তাহরীমী। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫৮; কিতাবুল আসল ১/৩২২; বাহর ২/২৭৮

* ঈদের নামাযে প্রথম রাকাতে ছানা পড়ার পর তিন তাকবীর বলা ওয়াজিব। তদ্রূপ দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও ক্বেরাত পড়ার পর রুকুর পূর্বে তিনবার তাকবীর বলা ওয়াজিব। - কিতাবুল আসল ১/৩২০

* ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলার সময় হাত উঠানো সুন্নত। -ইমদাদুল ফাত্তাহ ২৯৯; ফাতাওয়া কাযীখান ১/১১৫

* রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামাযে প্রথম রাকাতে সূরা "আ'লা" এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা "গাশিয়া" পড়তেন। এবং মাঝে মাঝে অন্য সূরাও পড়তেন। -কিতাবুল আসল ১/৩২১; রদ্দুল মুহতার ৩/৬৪; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী ৫৩৩

* প্রথম রাকাতে ইমাম সাহেব অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার পর কেউ যদি নামাযে শরীক হয় তাহলে তাকবীরে তাহরীমার পর প্রথমে তিন তাকবীর বলে নিবে। আর যদি ইমাম সাহেব প্রথম রাকাতে রুকুতে চলে যান তাহলে মুক্তাদি যদি দাড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার পরও ইমাম সাহেবকে রুকুতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে অতপর রুকুতে যাবে। আর যদি তাকবীরে তাহরীমার পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলতে গেলে ইমাম সাহেবকে রুকুতে না পাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় শুধু তাকবীরে তাহরীমা বলে রুকুতে চলে যাবে। এবং রকুতে হাত উঠানো ব্যতীত ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো বলবে। তাকবীরগুলো বলার পূর্বেই যদি ইমাম সাহেব রুকু থেকে উঠে যান তাহলে মুক্তাদিও ইমামের অনুসরণে উঠে যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৬৪,৬৫

* কেউ যদি ঈদের নামাযে প্রথম রাকাত না পায় তাহলে ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পর উক্ত রাকাত আদায় করার সময় সূরা ফাতিহা ও

অন্য সূরা শেষ করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনবার তাকবীর বলবে। আর যদি উভয় রাকাত ছুটে যায় তাহলে যথানিয়মে উভয় রাকাত আদায় করে নিবে। -গুনয়াতুল মুতামাল্লি ৫৭২; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৬৪

* ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে ভুলে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলে ফেললে নামায হয়ে যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৬৩

* কেউ যদি ঈদের নামায না পায় তার জন্য দু'চার রাকাত নফল পড়ে নেয়া ভাল। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১১৫

ঈদের খুতবা

* ঈদের নামাযের পর দুই খুতবা দেয়া সুন্নত। -ফাতাওয়া কাযীখান ১/১১৪; রদ্দুল মুহতার ৩/৫১, ৬৬; কিতাবুল আসল ১/৩১৮

* উভয় ঈদের খুতবায় তাকবীর বলা সুন্নত।-রদ্দুল মুহতার ৩/৬৭; কাযীখান ১/১১৪

* প্রথম খুতবার শুরুতে লাগাতার নয়বার এবং দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে লাগাতার সাতবার তাকবীর বলা মুস্তাহাব। এমনিভাবে ফিকহের কোন কোন কিতাবে দ্বিতীয় খুতবার শেষে মিম্বর থেকে নামার পূর্বে লাগাতার চৌদ্দবার তাকবীর বলাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৬৭; তাহতাবী আলাল মারাকী ৫৩৫

* ঈদের খুতবায় তাকবীর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলা। -ফাতাওয়া রহীমিয়্যাহ ৬১৫৫; ইমদাদুল আহকাম ১/৭৫৩; বেহেশতী গাওহার ১৫২; আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১২৭

* খুতবার সময় কথা বলা এমনকি তাকবীরে তাশরীক বলাও নিষেধ। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪০; আলবাহরুর রায়েক ২/২৭২

* খুতবার সময় খতিবের জন্য প্রয়োজনে কথা বলা জায়েয। -বাহর ২/২৭১

* ঈদের খুতবা সুন্নত। তবে খুতবা শুরু হয়ে গেলে চুপ থেকে খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/৪০; আলবাহরুর রায়েক ২/২৭২

* ঈদের নামায ও খুতবা এক ব্যক্তির মাধ্যমে হওয়া উত্তম।

* উভয় ঈদের খুতবা তাকবীরের মাধ্যমে শুরু করা মুস্তাহাব। -তাহতাবী আলাল মারাকী ৫৩৫; রদ্দুল মুহতার ৩/৬৬; গুনয়াতুল মুতামাল্লি ৫৭০

* খুতবার সময় ডানে বামে চেহারা না ঘুরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে খুতবা দেয়া সুন্নত।

* ঈদের নামাযের পর শুধু ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরুহ। -- আদ্দুররুল মুখতার ৩/৫৯; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী ৫৩২

সমাপ্ত